রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

রাজা ও রাণী।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

৫৫নং চিৎপুর রোড।

৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা

উৎসর্গ পত্র।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড়দাদা মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে

এই গ্রন্থ

উৎসৃষ্ট

হইল।

নাটকের পাত্রগণ।

বিক্রমদেব	জালন্ধরের রাজা।
দেবদত্ত।	রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ।
জয়সেন।	রাজ্যের প্রধান নায়ক
যুধাজিত।	
ত্রিবেদী।	বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রসেন।	কাশ্মীরের রাজা।
কুমার।	কাশ্মীরের যুবরাজ। চন্দ্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র।
শঙ্কর।	কুমারের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য।
অমরুরাজ	ত্রিচূড়ের রাজা।
সুমিত্রা।	জালন্ধরের মহিষী। কুমারের ভগ্নী।
নারায়ণী।	দেবদত্তের স্ত্রী।
রেবতী।	চন্দ্রসেনের মহিষী।
ইলা।	অমরুর কন্যা। কুমারের সহিত বিবাহপণে বদ্ধ।

রাজা ও রাণী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জালন্ধর।

প্রাসাদের এক কক্ষ।

বিক্রমদেব ও দেবদত্ত।

দেবদত্ত। মহারাজ, এ কি উপদ্রব!

বিক্রম। হয়েছে কি!

দেবদত্ত। আমারে বরিবে না কি পুরোহিত-পদে?
কি এত করেছি দোষ? কবে শুনিয়াছ
ত্রিষ্টুভ্ অনুষ্টুভ এই পাপমুখে?
তোমার সংসর্গে পড়ে ভুলে বসে আছি
যত যাগযজ্ঞবিধি! আমি পুরোহিত?
শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে!
এক বই পিতা নয় তাঁরি নাম ভুলি
দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে!

স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতে খানা,
তেজহীন ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলষ!

বিক্রম। তাইত নির্ভয়ে আমি দিয়েছি তোমারে
পৌরোহিত্য ভার। শাস্ত্র নাই, মন্ত্র নাই,
নাই কোন ব্রহ্মণ্য বালাই!

দেবদত্ত। তুমি চাও
নখদন্তভাঙ্গা এক পোষা পুরোহিত!

বিক্রম। পুরোহিত, একেকটা ব্রহ্মদৈত্য যেন!
একেত আহার করে রাজস্কন্ধে চেপে
সুখে বার মাস, তার পরে দিবারাত্রি
অনুষ্ঠান, উপদ্রব, নিষেধ, বিধান,
অনুযোগ—অনুস্বর বিসর্গের ঘটা—
দক্ষিণায় পূর্ণ হস্তে শূন্য আশীর্ব্বাদ!

দেবদত্ত। শাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যদি,
আছেন ত্রিবেদী; অতিশয় সাধুলোক
সর্ব্বদাই রয়েছেন জপমালা হাতে
ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়ে; শুধু মন্ত্র উচ্চারণে
লেশমাত্র নাই তাঁর ক্রিয়াকর্ম্মজ্ঞান!

বিক্রম। অতি ভয়ানক! সখা, শাস্ত্র নাই যার
শাস্ত্রের উপদ্রব তার চতুর্গুণ!
নাই যার বেদবিদ্যা, ব্যাকরণ বিধি,
নাই তার বাধাবিঘ্ন,—শুধু বাক্য ছোটে

পশ্চাতে ফেলিয়া রেখে তদ্ধিৎ প্রত্যয়
অমর পাণিনি! এক সঙ্গে নাহি সয়
রাজা আর ব্যাকরণ দোঁহারে পীড়ন।

দেবদত্ত। আমি পুরোহিত? মহারাজ, এ সংবাদে
ঘন আন্দোলিত হবে কেশলেশহীন
যতেক চিক্কন শির শিখা-কণ্টকিত!

বিক্রম। কেন অমঙ্গলশঙ্কা?

দেবদত্ত। কর্ম্মকাণ্ডহীন
এ দীন বিপ্রের দোষে কুলদেবতার
রোষ হুতাশন—

বিক্রম। রেখে দাও বিভীষিকা!
কুলদেবতার রোষ নতশির পাতি'
সহিতে প্রস্তুত আছি;—সহেনা কেবল
কুল-পুরোহিত-আস্ফালন! জান সখা,
দীপ্ত সূর্য্য সহ্য হয় তপ্ত বালি চেয়ে!
দূর কর মিছে তর্ক যত! এস করি
কাব্য আলোচনা! কাল বলেছিলে তুমি
পুরাতন কবি বাক্য—"নাহিক বিশ্বাস
রমণীতে"—আর বার বল শুনি!

দেবদত্ত। "শাস্ত্রং—'

বিক্রম। রক্ষা কর—ছেড়ে দাও অনুস্বর গুলো!

দেবদত্ত। অনুস্বর শর নহে, কেবল টঙ্কার!

মহারথী, পৃথ্বিপতি, তাহে তব এত
ডর কেন? ভাল, আমি ভাষায় বলিব।
"যত চিন্তা কর শাস্ত্রে, চিন্তা আরো বাড়ে,
যত পূজা কর ভূপে, ভয় নাহি ছাড়ে।
কোলে থাকিলেও নারী রেখো সাবধানে,
শাস্ত্র, নৃপ, নারী কভু বশ নাহি মানে!"

বিক্রম। বশ নাহি মানে! ধিক স্পর্দ্ধা, কবি তব।
চাহে কে করিতে বশ? বিদ্রোহী সে জন!
বশ করিবার নহে নৃপতি, রমণী!

দেবদত্ত। তা বটে! পুরুষ রবে রমণীর বশে!

বিক্রম। রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে জানে?
বিধির বিধান সম। যেমন সহজে
প্রাণ দেয়, তেমনি সে অতি অনায়াসে
মৃত্যু হানে; লই শিরে তুলি; হে ব্রাহ্মণ,
নারীর কি জান তুমি?

দেবদত্ত। কিছু না রাজন!
ছিলাম উজ্জ্বল করে পিতৃমাতৃকুল
ভদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে। তিনসন্ধ্যা ছিল
আহ্নিক তর্পণ;—তোমারি সংসর্গে শেষে
বিসর্জ্জন করিয়াছি সকল দেবতা
কেবল অনঙ্গদেব রয়েছেন বাকি।
ভুলেছি মহিম্নস্তব—শিখেছি গাহিতে

নারীর মহিমা ; সেও বিদ্যা পুঁথিগত—
তার পরে মাঝে মাঝে চক্ষু রাঙাইলে
সে বিদ্যা ছুটিয়া যায় স্বপ্নের মতন !

বিক্রম। না না ভয় নাই সখা, মৌন রহিলাম ;
তোমার নূতন বিদ্যা বলে যাও তুমি !

দেবদত্ত। শুন তবে—বলিছেন কবি ভর্ত্তৃহরি,—
"নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল,
অধরে পিয়ায় সুধা, চিত্তে জ্বালে দাবানল !"

বিক্রম। সেই পুরাতন কথা !

দেবদত্ত। সত্য পুরাতন।
কি করিব মহারাজ, যত পুঁথি খুলি
ওই এক কথা ! যত প্রাচীন পণ্ডিত
প্রেয়সীরে ঘরে নিয়ে এক দণ্ড কভু
ছিল না সুস্থির ! আমি শুধু ভাবি, যার
ঘরের ব্রাহ্মণী ফিরে পরের সন্ধানে,
সে কেমনে কাব্য লেখে ছন্দ গেঁথে গেঁথে
পরম নিশ্চিন্ত মনে ?

বিক্রম। মিথ্যা অবিশ্বাস !
ও কেবল ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনা !
ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম নিতান্ত বিশ্বাসে
হয়ে আসে মৃত জড়বৎ—তাই তারে
জাগায়ে তুলিতে হয় মিথ্যা অবিশ্বাসে।

হের, ওই মন্ত্রী আসিছেন, স্তূপাকার
রাজ্যভার স্কন্ধে নিয়ে! পলায়ন করি!

দেবদত্ত। রাণীর রাজত্বে তুমি লওগে আশ্রয়!
ধাও অন্তঃপুরে! অসম্পূর্ণ রাজকার্য্য
পড়ে থাক্ দুয়ার বাহিরে, স্ফীত হয়ে
দিনে দিনে অবশেষে তব দ্বার ছাড়ি
উঠিবে সে স্বর্গ অভিমুখে; দেবতার
বিচার আসন পানে!

বিক্রম। এ কি উপদেশ?

দেবদত্ত। না রাজন্! প্রলাপ বচন! যাও তুমি,
কাল নষ্ট হয়!

রাজার প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। ছিলেন না মহারাজ?

দেবদত্ত। করেছেন অন্তর্দ্ধান অন্তঃপুর পানে।

মন্ত্রী। (বসিয়া পড়িয়া) হা বিধাতঃ, এ দেশের কি দশা করিলে?
রাজ্যের নির্জ্জীব বক্ষে রয়েছে দাঁড়ায়ে
বধির পাষাণ-রুদ্ধ অন্ধ অন্তঃপুর!
রাজশ্রী দুয়ারে বসি অনাথার বেশে
কাঁদে হাহাকার রবে!

দেবদত্ত। দেখে হাসি আসে!

রাজা করে পলায়ন—রাজ্য ধায় পিছে ;-
হল ভাল মন্ত্রিবর ; অহর্নিশি যেন
রাজ্য ও রাজায় মিলে লুকোচুরি খেলা !

মন্ত্রী। এ কি হাসিবার কথা ব্রাহ্মণ ঠাকুর ?

দেবদত্ত। না হাসিয়া করিব কি ! অরণ্যে ক্রন্দন
সে ত বালকের কাজ ;—দিবস রজনী
বিলাপ না হয় সহ্য, তাই মাঝে মাঝে
রোদনের পরিবর্ত্তে শুষ্ক শ্বেত হাসি
জমাট অশ্রুর মত তুষার-কঠিন !
কি ঘটেছে বল শুনি !

মন্ত্রী। জান ত সকলি !
রাণীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী
দেশ জুড়ে বসিয়াছে ; রাজার প্রতাপ
ভাগ করে লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি,
বিষ্ণুচক্রে শতছিন্ন সতী-দেহ সম।
বিদেশীর অত্যাচারে জর্জ্জর কাতর
কাঁদে প্রজা। অরাজক রাজসভামাঝে
মিলায় ক্রন্দন। বিদেশী অমাত্য যত
বসে বসে হাসে। শূন্য সিংহাসন পার্শ্বে
বিদীর্ণ-হৃদয় মন্ত্রী বসি নতশিরে !

দেবদত্ত। বহে ঝড়, ডোবে তরী, কাঁদে যাত্রী যত,
রিক্তহস্ত কর্ণধার উচ্চে একা বসি

বলে 'কর্ণ কোথা গেল!' মিছে খুঁজে মরা,
রমণী নিয়েছে টেনে রাজকর্ণ খানা,
বাহিছে প্রেমের তরী লীলা সরোবরে
বসন্ত পবনে—রাজ্যের বোঝাই নিয়ে
মন্ত্রীটা মরুক্‌ ডুবে অকূল পাথারে!

মন্ত্রী। হেসো না ঠাকুর! ছি ছি, শোকের সময়ে
হাসি অকল্যাণ!

দেবদত্ত। আমি বলি মন্ত্রিবর
রাজারে ডিঙ্গায়ে, একেবারে পড় গিয়ে
রাণীর চরণে!

মন্ত্রী। আমি পারিব না তাহা!
আপন আত্মীয় জনে করিবে বিচার
রমণী, এমন কথা শুনি নাই কভু।

দেবদত্ত। শুধু শাস্ত্র জান মন্ত্রী! চেন না মানুষ!
বরঞ্চ আপন জনে আপনার হাতে
দণ্ড দিতে পারে নারী; পারে না সহিতে
পরের বিচার!

মন্ত্রী। ওই শোন কোলাহল

দেবদত্ত। এ কি প্রজার বিদ্রোহ?

মন্ত্রী। চল, দেখে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

প্রমোদকানন।

বিক্রমদেব। সুমিত্রা।

বিক্রম। মৌনমুগ্ধ সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে
কুঞ্জবন মাঝে, প্রিয়তমে, লজ্জানম্র
নববধূ সম। সম্মুখে গম্ভীর রাত্রি
অন্তহীন অন্ধকার বিস্তার করিয়া
এ কনক-কান্তিটুকু চাহে নিঃশেষিতে।
তেমনি দাঁড়ায়ে আছি হৃদয় প্রসারি
ওই হাসি ওই রূপ, ওই তব জ্যোতি
পান করিবারে। দিবা-তটপ্রান্ত হতে
এস, নেমে এস, সুন্দরী সুবর্ণ সন্ধ্যা,
এ নিস্তব্ধ অন্তরের অনন্ত নিশীথে।
কোথা ছিলে প্রিয়ে?

সুমিত্রা। নিতান্ত তোমারি আমি
সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস। থাকি যবে
গৃহ-কাজে—জেনো, নাথ, তোমারি সে গৃহ,
তোমারি সে কাজ।

বিক্রম। থাক্ গৃহ, গৃহকাজ!

সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি ;
অন্তরে তোমার গৃহ—আর গৃহ নাই—
বাহিরে কাঁদুক্ পড়ে বাহিরের কাজ।

সুমিত্রা। কেবল অন্তরে তব ? নহে, নাথ, নহে ;
রাজন্, তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে !
অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী।

বিক্রম। হায়, প্রিয়ে, আজ কেন স্বপ্ন মনে হয়
সে সুখের দিন ? সেই প্রথম মিলন ;—
প্রথম প্রেমের ছটা ;—দেখিতে দেখিতে
সমস্ত হৃদয়ে দেহে যৌবন-বিকাশ ;—
সেই নিশি-সমাগমে দুরুদুরু হিয়া ;
নয়ন-পল্লবে লজ্জা, ফুলদলপ্রান্তে
শিশির বিন্দুর মত ;—অধরের হাসি
নিমেষে জাগিয়া ওঠে, নিমেষে মিলায়,
অকারণে ছল ছল ব্যাকুল নয়ন !
কোথা ছিল গৃহকাজ ! কোথা ছিল, প্রিয়ে,
সংসার ভাবনা !

সুমিত্রা। তখন ছিলাম শুধু
ছোট দুটি বালক বালিকা ; আজ মোরা
রাজা রাণী।

বিক্রম। রাজা রাণী ! কে রাজা ? কে রাণী ?
নহি আমি রাজা ! শূন্য সিংহাসন কাঁদে !

জীর্ণ রাজকার্য্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে !

সুমিত্রা। শুনিয়া লজ্জায় মরি ! ছিছি মহারাজ,
এ কি ভালবাসা ? এ যে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্ন আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব ! শোন প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজা,
তুমি স্বামী—আমি শুধু অনুগত ছায়া,
তার বেশি নহি ;—আমারে দিওনা লাজ
আমারে বেসো না ভাল রাজশ্রীর চেয়ে !

বিক্রম। চাহ না আমার প্রেম ?

সুমিত্রা। কিছু চাই নাথ ;
সব নহে। স্থান দিয়ো হৃদয়ের পাশে,
সমস্ত হৃদয় তুমি দিয়ো না আমারে।

বিক্রম। আজো রমণীর মন নারিনু বুঝিতে।

সুমিত্রা। তোমরা পুরুষ, দৃঢ় তরুর মতন
আপনি অটল রবে আপনার পরে
স্বতন্ত্র উন্নত ; তবে ত আশ্রয় পাব
আমরা লতার মত তোমাদের শাখে !
তোমরা সকল মন দিয়ে ফেল যদি
কে রহিবে আমাদের ভালবাসা নিতে,
কে রহিবে বহিবারে সংসারের ভার ?

বিক্রম। কথা দূর কর প্রিয়ে ; হের সন্ধ্যাবেলা
মৌন-প্রেমসুখে সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়,
নীরব কাকলি ! তবে মোরা কেন দোঁহে
কথার উপরে কথা করি বরিষণ ?
অধর অধরে বসি প্রহরীর মত
চপল কথার দ্বার রাখুক্ রুধিয়া !

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। এখনি দর্শনপ্রার্থী মন্ত্রীমহাশয়,
গুরুতর রাজকার্য্য, বিলম্ব সহে না।

বিক্রম। ধিক্ তুমি ! ধিক্ মন্ত্রী ! ধিক্ রাজকার্য্য !
রাজ্য রসাতলে যাক্ মন্ত্রী লয়ে সাথে !

কঞ্চুকীর প্রস্থান।

সুমিত্রা। যাও, নাথ, যাও !

বিক্রম। বার বার এক কথা !
নির্ম্মম, নিষ্ঠুর ! কাজ, কাজ, যাও, যাও !
যেতে কি পারিনে আমি ? কে চাহে থাকিতে ?
সবিনয় করপুটে কে মাগে তোমার
সযত্নে ওজন-করা বিন্দু বিন্দু কৃপা ?
এখনি চলিনু !
অয়ি হৃদিলগ্ন লতা !
ক্ষম মোরে, ক্ষম অপরাধ ; মোছ আঁখি,

ম্লান মুখে হাসি আন, অথবা ভ্রূকুটি ;
দাও শাস্তি, কর তিরস্কার !

সুমিত্রা। মহারাজ,
এখন সময় নয়,—আসিয়োনা কাছে ;
এই মুছিলাম অশ্রু, যাও রাজ-কাজে।

বিক্রম। হায় নারী, কি কঠিন হৃদয় তোমার !
কোন কাজ নাই প্রিয়ে, মিছে উপদ্রব !
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, প্রজা সুখে আছে,
রাজকার্য্য চলিছে অবাধে; এ কেবল
সামান্য কি বিঘ্ন নিয়ে, তুচ্ছ কথা তুলে
বিজ্ঞ বৃদ্ধ অমাত্যের অতি-সাবধান !

প্রাসাদের দ্বারে কোলাহল।

সুমিত্রা। ওই শোন ক্রন্দনের ধ্বনি—সকাতরে
প্রজার আহ্বান ! ওরে বৎস, মাতৃহীন
ন'স্ তোরা কেহ, আমি আছি—আমি আছি—
আমি এ রাজ্যের রাণী, জননী তোদের !

প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুরের কক্ষ।

সুমিত্রা।

সুমিত্রা। এখনো এল না কেন? কোথায় ব্রাহ্মণ?
ওই ক্রমে বেড়ে ওঠে ক্রন্দনের ধ্বনি!

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। জয় হোক্!

সুমিত্রা। ঠাকুর, কিসের কোলাহল?

দেবদত্ত। শোন কেন মাতঃ! শুনিলেই কোলাহল!
সুখে থাক, রুদ্ধ কর কান! অন্তঃপুরে,
সেথাও কি পশে কোলাহল? শান্তি নেই
সেখানেও? বল ত এখনি সৈন্য লয়ে
তাড়া করে নিয়ে যাই পথ হতে পথে
জীর্ণচীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল!

সুমিত্রা। বল শীঘ্র কি হয়েছে!

দেবদত্ত। কিছু না—কিছু না!
শুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা!
অভদ্র অসভ্য যত বর্ব্বরের দল
মরিছে চীৎকার করি ক্ষুধার তাড়নে
কর্কশ ভাষায়! রাজকুঞ্জে ভয়ে মৌন
কোকিল পাপিয়া যত!

স্থমিত্র। আহা, কে ক্ষুধিত ?
দেবদত্ত। অভাগ্যের দুরদৃষ্ট ! দীন প্রজা যত
চিরদিন কেটে গেছে অর্দ্ধাশনে যার
আজো তার অনশন হল না অভ্যাস,
আশ্চর্য্য এমনি !
স্থমিত্রা। হে ঠাকুর, এ কি শুনি !
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কাঁদে
অনাহারে ?
দেবদত্ত। ধান্য তার বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞভূমে লোলজিহ্বা কুক্কুরের মত
একপাশে পড়ে থাকে, পায় ভাগ্যক্রমে
কভু যষ্টি, উচ্ছিষ্ট কভু বা ! বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নহে ত কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে !
স্থমিত্রা। কি বলিলে,
রাজা কি নির্দ্দয় তবে ? দেশ অরাজক ?
দেবদত্ত। অরাজক কে বলিবে ? সহস্ররাজক !
স্থমিত্রা। রাজকার্য্যে অমাত্যের দৃষ্টি নাই বুঝি ?
দেবদত্ত। দৃষ্টি নাই ? সে কি কথা ! বিলক্ষণ আছে !
গৃহপতি নিদ্রাগত, তা' বলিয়া গৃহে
চোরের কি দৃষ্টি নাই ? শনিদৃষ্টি সে যে !

তাদের কি দোষ? এসেছে বিদেশ হতে
রিক্ত হস্তে, সে কি শুধু দীন প্রজাদের
আশীর্ব্বাদ করিবারে দুই হাত তুলে?

সুমিত্রা। বিদেশী? কে তারা? তবে আমার আত্মীয়?

দেবদত্ত। রাণীর আত্মীয় তারা, প্রজার মাতুল,
যেমন মাতুল কংস, মামা কালনেমী!

সুমিত্রা। জয়সেন?

দেবদত্ত। ব্যস্ত তিনি প্রজা সুশাসনে।
প্রবল শাসনে তাঁর সিংহগড় দেশে
যত উপসর্গ ছিল অন্নবস্ত্র আদি
সব গেছে—আছে শুধু অস্থি আর চর্ম্ম।

সুমিত্রা। শিলাদিত্য?

দেবদত্ত। তাঁর দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি।
বণিকের ধনভার করিয়া লাঘব
নিজস্কন্ধে করেন বহন।

সুমিত্রা। যুধাজিৎ?

দেবদত্ত। নিতান্তই ভদ্র লোক, অতি মিষ্টভাষী।
থাকেন বিজয়কোটে, মুখে লেগে আছে
বাপু বাছা, আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে,
আদরে বুলান্ হাত ধরণীর পিঠে;
যাহা কিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি।

সুমিত্রা। কি লজ্জা! এ কি পাপ! আমার আত্মীয়!

পিতৃকুল অপযশ ! ছিছি এ কলঙ্ক
করিব মোচন। তিলেক বিলম্ব নহে !

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

পুষ্পোদ্যান।

বিক্রম। হায় কষ্ট মানব জীবন! পদে পদে
নিয়মের বেড়া! জটিল বন্ধন পাশ!
তুই সুখী অয়ি মাধবিকা! বসন্তের
আনন্দমঞ্জরী! প্রস্ফুট যৌবনে শুধু
প্রাতে নীলাম্বর পানে নীরবে উত্থান,
তার পরে দিনশেষে শ্যাম দুর্ব্বাদলে
নিঃশব্দে পতন। নাই তর্ক, নাই বিধি,
বিনিদ্র নিশায় মর্ম্মে সংশয় দংশন,
নিরাশ্বাস প্রণয়ের নিষ্ফল আবেগ!

সুমিত্রার প্রবেশ।

এসেছ পাষাণি! দয়া কি হয়েছে মনে?
হল সারা সংসারের যত কাজ ছিল?
মনে কি পড়িল তবে অধীন এ জনে
সংসারের সব শেষে?

সুমিত্রা। কেমনে বোঝাব,
তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে!

মহারাজ, অধীনীর শোন নিবেদন—
এ রাজ্যের প্রজার জননী আমি। প্রভু,
পারিনে শুনিতে আর কাতর অভাগা
সন্তানের করুণ ক্রন্দন! রক্ষা কর
পীড়িত প্রজারে!

বিক্রম। কি করিতে চাহ রাণী?

সুমিত্রা। আমার প্রজারে যারা করিছে পীড়ন
রাজ্য হতে দূর করে দাও তাহাদের!

বিক্রম। কে তাহারা জান?

সুমিত্রা। জানি।

বিক্রম। তোমার আত্মীয়!

সুমিত্রা। নহে মহারাজ! আমার সন্তান চেয়ে
নহে তারা অধিক আত্মীয়! এ রাজ্যের
অনাথ আতুর যত তাড়িত ক্ষুধিত
তারাই আমার আপনার। সিংহাসন
রাজছত্রছায়ে ফিরে যারা গুপ্তভাবে
শিকারসন্ধানে—তারা দস্যু, তারা চোর!

বিক্রম। যুধাজিৎ, শিলাদিত্য, জয়সেন তারা!

সুমিত্রা। এই দণ্ডে তাহাদের দাও দূর করে!

বিক্রম। আরামে রয়েছে তারা, যুদ্ধ ছাড়া কভু
নড়িবে না এক পদ।

সুমিত্রা। তবে যুদ্ধ কর!

বিক্রম। যুদ্ধ কর! হায় নারী, তুমি কি রমণী?
দুঃখ নাই, চিন্তা নাই, অশ্রু নাই চোখে,
শান্তমুখে বলিতেছ, যাও, যুদ্ধ কর!
ভাল, যুদ্ধে যাব আমি। কিন্তু তার আগে
তুমি মান' অধীনতা, তুমি দাও ধরা;
ধর্ম্মাধর্ম্ম, আত্মপর, সংসারের কাজ
সব ছেড়ে হও তুমি আমারি কেবল।
তবেই ফুরাবে কাজ,—তৃপ্তমন হয়ে
বাহিরিব বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে!
অতৃপ্ত রাখিবে মোরে যতদিন তুমি
তোমার অদৃষ্টসম রব তব সাথে!

সুমিত্রা। আজ্ঞা কর মহারাজ, মহিষী হইয়া
আপনি প্রজারে আমি করিব রক্ষণ। (প্রস্থান)

বিক্রম। এমনি করেই মোরে করেছ বিকল!
(আছ তুমি আপনার মহত্ব শিখরে
বসি একাকিনী;) আমি পাইনে তোমারে!
দিবানিশি চাহি তাই! তুমি যাও কাজে,
আমি ফিরি তোমারে চাহিয়া! হায় হায়,
তোমায় আমায় কভু হবে কি মিলন?

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেবদত্ত। জয় হোক্ মহারাণী—কোথা মহারাণী?
একা তুমি মহারাজ?

বিক্রম। তুমি কেন হেথা ?
ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্র অন্তঃপুর মাঝে ?
কে দিয়েছে মহিষীরে রাজ্যের সংবাদ ?

দেব। রাজ্যের সংবাদ রাজ্য আপনি দিয়েছে।
উর্দ্ধস্বরে কেঁদে মরে রাজ্য উৎপীড়িত
নিতান্ত প্রাণের দায়ে—সে কি ভাবে কভু
পাছে তব বিশ্রামের হয় কোন ক্ষতি ?
ভয় নাই, মহারাজ, এসেছি, কিঞ্চিৎ
ভিক্ষা মাগিবার তরে রাণী মার কাছে।
ব্রাহ্মণী বড়ই রুক্ষ, গৃহে অন্ন নাই,
অথচ ক্ষুধার কিছু নাই অপ্রতুল। (প্রস্থান)

বিক্রম স্থখী হোক্, স্থখে থাক্ এ রাজ্যের সবে !
কেন দুঃখ, কেন পীড়া, কেন এ ক্রন্দন ?
অত্যাচার, উৎপীড়ন, অন্যায় বিচার,
কেন এ সকল ? কেন মানুষের পরে
মানুষের এত উপদ্রব ? দুর্ব্বলের
ক্ষুদ্র স্থখ ক্ষুদ্র শান্তিটুকু, তার পরে
সবলের শ্যেনদৃষ্টি কেন ? যাই, দেখি,
যদি কিছু খুঁজে পাই শান্তির উপায় !

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্ত্রগৃহ।

বিক্রমদেব ও মন্ত্রী।

বিক্রম। এই দণ্ডে রাজ্য হতে দাও দূর করে
যত সব বিদেশী দস্যুরে! সদা দুঃখ,
সদা ভয়, রাজ্য জুড়ে কেবল ক্রন্দন।
আর যেন একদিন না শুনিতে হয়
পীড়িত প্রজার এই নিত্য কোলাহল!

মন্ত্রী। মহারাজ, ধৈর্য্য চাই। কিছু দিন ধরে
রাজার নিয়ত-দৃষ্টি সর্ব্বত্র পড়ুক্,
ভয় শোক বিশৃঙ্খলা তবে দূর হবে।
অন্ধকারে বাড়িয়াছে বহুকাল ধরে
অমঙ্গল—একদিনে কি করিবে তার?

বিক্রম। একদিনে চাহি তারে সমূলে নাশিতে।
শত বরষের শাল যেমন সবলে
একদিনে কাঠুরিয়া করে ভূমিসাৎ!

মন্ত্রী। অস্ত্র চাই, লোক চাই—

বিক্রম। সেনাপতি কোথা?

মন্ত্রী। সেনাপতি নিজেই বিদেশী।

বিক্রম। বিড়ম্বনা!

তবে ডেকে নিয়ে এস দীন প্রজাদের,
খাদ্য দিয়ে তাহাদের বন্ধ কর মুখ,
অর্থ দিয়ে করহ বিদায়! রাজ্য ছেড়ে
যাক্ চলে, যেথা গিয়ে সুখী হয় তারা! (প্রস্থান)

দেবদত্তের সহিত সুমিত্রার প্রবেশ।

সুমিত্রা। আমি এ রাজ্যের রাণী—তুমি মন্ত্রী বুঝি?
মন্ত্রী। প্রণাম জননি! দাস আমি। কেন মাতঃ,
অন্তঃপুর ছেড়ে আজ মন্ত্রগৃহে কেন?
সুমিত্রা। প্রজার ক্রন্দন শুনে পারিনে তিষ্ঠিতে
অন্তঃপুরে। এসেছি করিতে প্রতিকার!
মন্ত্রী। কি আদেশ মাতঃ?
সুমিত্রা। বিদেশী নায়ক
এ রাজ্যে যতেক আছে করহ আহ্বান
মোর নামে ত্বরা করি।
মন্ত্রী। সহসা আহ্বানে
সংশয় জন্মিবে মনে—কেহ আসিবে না।
সুমিত্রা। মানিবে না রাণীর আদেশ?
দেব। রাজা রাণী
ভুলে গেছে সবে। কদাচিৎ জনশ্রুতি
শোনা যায়।
সুমিত্রা। কালভৈরবের পূজোৎসবে

কর নিমন্ত্রণ। সে দিন বিচার হবে।
গর্ব্বে অন্ধ দণ্ড যদি না করে স্বীকার
সৈন্যবল কাছাকাছি রাখিয়ো প্রস্তুত! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

বিক্রম ও সুমিত্রা।

বিক্রম। কোথা যাও, একবার ফিরে চাও রাণী!
রাজা আমি পৃথিবীর, ঐশ্বর্য্য আমার
বাহিরে বিস্তৃত—শুধু তোমার নিকটে
ক্ষুধার্ত্ত কঙ্কালসার কাঙাল বাসনা!
তাই কি ঘৃণার দর্পে চলে যাও দূরে
মহারাণী, রাজরাজেশ্বরী?

সুমিত্রা। মহারাজ,
যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত বসুধা
একা,আমি সে প্রেমের যোগ্য নই কভু!

বিক্রম। অপদার্থ আমি! দীন কাপুরুষ আমি!
কর্ত্তব্যবিমুখ আমি, অন্তঃপুরচারী!
কিন্তু মহারাণী, সে কি স্বভাব আমার?
আমি ক্ষুদ্র, তুমি মহীয়সী? তুমি উচ্চে,
আমি ধূলি মাঝে? নহে তাহা! জানি আমি

আপন ক্ষমতা ! রয়েছে দুর্জ্জয় শক্তি
এ হৃদয় মাঝে ; প্রেমের আকারে তাহা
দিয়েছি তোমারে। বজ্রাগ্নিরে করিয়াছি
বিদ্যুতের মালা ; পরায়েছি কণ্ঠে তব।

সুমিত্রা। ঘৃণা কর, মহারাজ, ঘৃণা কর মোরে
সেও ভাল—একেবারে ভুলে যাও যদি
সেও সহ্য হয়—ক্ষুদ্র এ নারীর পরে
করিও না বিসর্জ্জন সমস্ত পৌরুষ।

বিক্রম। এত প্রেম, হায় তার এত অনাদর !
চাহ না এ প্রেম ? না চাহিয়া, দস্যুসম
নিতেছ কাড়িয়া !—উপেক্ষার ছুরি দিয়া
রক্তসিক্ত তপ্ত প্রেম কাটিয়া তুলিছ,
মর্ম্মবিদ্ধ করি ! ধূলিতে দিতেছ ফেলি
নির্ম্মম নিষ্ঠুর ! পাষাণ প্রতিমা তুমি,
যত বক্ষে চেপে ধরি অনুরাগভরে,
তত বাজে বুকে !

সুমিত্রা। চরণে পতিত দাসী,
কি করিতে চাও কর। কেন তিরস্কার ?
নাথ, কেন আজি এত কঠিন বচন ?
কত অপরাধ তুমি করেছ মার্জ্জনা,
কেন রোষ বিনা অপরাধে ?

বিক্রম। প্রিয়তমে,

উঠ, উঠ,—এস বুকে—স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে
এ দীপ্ত হৃদয়জ্বালা করহ নির্ব্বাণ!
কত সুধা, কত ক্ষমা ওই অশ্রুজলে,
অয়ি প্রিয়ে, কত প্রেম, কতই নির্ভর!
কোমল হৃদয়তলে তীক্ষ্ণ কথা বিঁধে
প্রেম-উৎস ছুটে—অর্জ্জুনের শরাঘাতে
মর্ম্মাহত ধরণীর ভোগবতী সম!

নেপথ্যে। মহারাণী!

সুমিত্রা। (অশ্রু মুছিয়া) দেবদত্ত! আর্য্য, কি সংবাদ?

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। রাজ্যের নায়কগণ রাজনিমন্ত্রণ
করিয়াছে অবহেলা;—বিদ্রোহের তরে
হয়েছে প্রস্তুত।

সুমিত্রা শুনিতেছ মহারাজ?

বিক্রম। দেবদত্ত, অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ!

দেব। মহারাজ, মন্ত্রগৃহ অন্তঃপুর নহে
তাই সেথা নৃপতির পাইনে দর্শন!

সুমিত্রা। স্পর্দ্ধিত কুক্কুর যত বর্দ্ধিত হয়েছে
রাজ্যের উচ্ছিষ্ট অন্নে! রাজার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করিতে চাহে! এ কি অহঙ্কার!
মহারাজ, মন্ত্রণার আছে কি সময়?

অবিলম্বে যাও, রক্তশোষী কীটদের
দলন করিয়া ফেল চরণের তলে !

বিক্রম। সেনাপতি শত্রুপক্ষ,—

সুমিত্রা। নিজে যাও তুমি।

বিক্রম। আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপন, করলগ্ন কাঁটা ?
হেথা হতে একপদ নড়িব না, রাণি,
পাঠাইব সন্ধির প্রস্তাব। কে ঘটালে
এই উপদ্রব ? ব্রাহ্মণে নারীতে মিলে
বিবরের সুপ্তসর্প জাগাইয়া তুলি
এ কি খেলা ! আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা
নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ !

সুমিত্রা। ধিক্ এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা !
ধিক্ আমি, এ রাজ্যের রাণী !

(প্রস্থান)

বিক্রম। দেবদত্ত
বন্ধুত্বের এই পুরস্কার ? বৃথা আশা !
রাজার অদৃষ্টে বিধি লেখেনি প্রণয় ;
ছায়াহীন সঙ্গীহীন পর্ব্বতের মত
একা মহাশূন্য মাঝে দগ্ধ উচ্চ শিরে
প্রেমহীন সুকঠিন নীরস মহিমা।
রাজার হৃদয় সেও হৃদয়ের তরে

কাঁদে ; হায় বন্ধু, মানব জীবন লয়ে
রাজত্বের ভান করা শুধু বিড়ম্বনা !
দম্ভ-উচ্চ সিংহাসন চূর্ণ হয়ে গিয়ে
ধরা সাথে হোক্ সমতল ; একবার
হৃদয়ের কাছাকাছি পাই তোমাদের !

দেব। সখা, এ হৃদয় মোর জানিয়ো তোমারি।
কেবল প্রণয় নয়, অপ্রণয় তব
সেও আমি স'ব অকাতরে ; রোষানল
লব বক্ষ পাতি, যেমন অগাধ সিন্ধু
আকাশের বজ্র লয় বুকে।

বিক্রম। দেবদত্ত,
সুখনীড় মাঝে কেন হানিছ বিরহ ?
সুখস্বর্গ মাঝে কেন আনিছ বহিয়া
হাহাধ্বনি ?

দেব। সখা, আগুন লেগেছে ঘরে
আমি শুধু এনেছি সংবাদ ! সুখনিদ্রা
দিয়েছি ভাঙ্গায়ে !

বিক্রম। এর চেয়ে সুখস্বপ্নে
মৃত্যু ছিল ভাল !

দেবদত্ত। ধিক্ লজ্জা, মহারাজ,
রাজ্যের মৃত্যুর চেয়ে তুচ্ছ সুখস্বপ্ন
বেশি হল ?

বিক্রম। যোগাসনে লীন যোগীবর
তার কাছে কোথা আছে বিশ্বের প্রলয় ?
স্বপ্ন এ সংসার ! অৰ্দ্ধশত বর্ষ পরে
আজিকার সুখ দুঃখ কার মনে রবে ?
যাও যাও, দেবদত্ত, যেথা ইচ্ছা তব !
আপন সান্ত্বনা আছে আপনার কাছে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দির।

পুরুষ বেশে রাণী সুমিত্রা।

সুমিত্রা। জগত-জননী মাতা, দুর্ব্বল হৃদয়
তনয়ারে করিয়ো মার্জ্জনা! আজ সব
পূজা ব্যর্থ হল ;—শুধু সে সুন্দর মুখ
পড়ে মনে, সেই প্রেমপূর্ণ আঁখি দুটি,
সেই শয্যা পরে একা সুপ্ত মহারাজ!
হায় মা, নারীর প্রাণ এত কি কঠিন?
দক্ষযজ্ঞে তুই যবে গিয়েছিলি, সতি,
প্রতিপদে আপন হৃদয়খানি তোর
আপন চরণ দুটি জড়ায়ে কাতরে
বলে নি কি ফিরে যেতে পতিগৃহ পানে?
সেই কৈলাসের পথে আর ফিরিল না
ও রাঙা চরণ! মাগো, সে দিনের কথা
দেখ্ মনে করে! জননি, এসেছি আমি
রমণীহৃদয় বলি দিতে ; রমণীর
ভালবাসা, ছিন্ন শতদল সম, দিতে
পদতলে। নারী তুমি, নারীর হৃদয়
জান তুমি ; বল দাও জননী আমারে!

থেকে থেকে ওই শুনি রাজগৃহ হতে
"ফিরে এস, ফিরে এস রাণী," প্রেমপূর্ণ
পুরাতন সেই কণ্ঠস্বর। খড়্গ নিয়ে
তুমি এস, দাঁড়াও রুধিয়া পথ, বল,
"তুমি যাও, রাজধর্ম্ম উঠুক্ জাগিয়া,
ধন্য হোক্ রাজা, প্রজা হোক্ সুখী, রাজ্যে
ফিরে আসুক্ কল্যাণ, দূর হোক্ যত
অত্যাচার, ভূপতির যশোরশ্মি হতে
ঘুচে যাক্ কলঙ্ককালিমা। তুমি নারী
ধরাপ্রান্তে যেথা স্থান পাও—একাকিনী
বসে বসে, নিজ দুঃখে মর বুক ফেটে!"
রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের তরে
গিয়েছেন বনে, আমি যাব পতিসত্য
পালনের লাগি। যে সত্যে আছেন বাঁধা
মহারাজ রাজ্যলক্ষ্মী কাছে—কভু তাহা
ব্যর্থ হইবে না—সামান্য নারীর তরে!

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ।

বিক্রমদেব, মন্ত্রী ও দেবদত্ত।

বিক্রম পলায়ন! রাজ্য ছেড়ে! ওরে এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
দৃঢ় বলে পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়? এই রাজা?
এই কি মহিমা তার? বৃহৎ প্রতাপ,
লোকবল অর্থবল নিয়ে, পড়ে থাকে
শূন্য স্বর্ণপিঞ্জরের মত, ক্ষুদ্র পাখী
উড়ে চলে যায়!

মন্ত্রী হায় হায় মহারাজ,
লোক নিন্দা, ভগ্নবাঁধ জলস্রোত সম,
ছুটে চারিদিক হতে!

বিক্রম। চুপ কর মন্ত্রী!
লোকনিন্দা, লোকনিন্দা সদা! নিন্দাভারে
রসনা খসিয়া যাক্ অলস লোকের!
দিবা যদি গেল, উঠুক্ না চুপি চুপি
ক্ষুদ্র জলকুণ্ড হতে দুষ্টবাষ্পরাশি;

অমার আঁধার তাহে বাড়িবে না কিছু।
লোক নিন্দা!

দেব। মন্ত্রি, পরিপূর্ণ সূর্য্যপানে
কে পারে তাকাতে? তাই গ্রহণের বেলা
ছুটে আসে যত মর্ত্ত্যলোক, দীননেত্রে
চেয়ে দেখে দুর্দ্দিনের দিনপতি পানে;
আপনার কলিমাখা কাচখণ্ড দিয়ে
কালো দেখ গগনের আলো! মহারাণী,
মা জননি, এই ছিল অদৃষ্টে তোমার?
তব নাম ধূলায় লুটায়? তব নাম
ফিরে মুখে মুখে? একি এ দুর্দ্দিন আজি?
তবু তুমি তেজস্বিনী সতী। এরা সব
পথের কাঙ্গাল!

বিক্রম। ত্রিবেদী কোথায় গেল?
সে তাঁরে দেখেছে পথে। ডেকে আন তারে,
শুনি সব বিবরণ!

মন্ত্রী যাই ডেকে আনি।

(প্রস্থান।)

বিক্রম। এখনো সময় আছে।
এখনো ফিরাতে পারি পাইলে সন্ধান!
আবার সন্ধান? এমনি কি চিরদিন
কাটিবে জীবন? প্রেমের শৃঙ্খল হাতে

রাজ্য রাজধর্ম্ম ফেলে শুধু রমণীর
পলাতক হৃদয়ের সন্ধানে ফিরিব ?
পলাও, পলাও নারী, চির দিনরাত
কর পলায়ন ; গৃহহীন, প্রেমহীন,
বিশ্রাম বিহীন, অনাবৃত পৃথ্বিমাঝে
কেবল পশ্চাতে লয়ে আপনার ছায়া !
চলে যাও, দূর হও, কে ডাকে তোমারে ?
বার বার তার কথা কে চাহে শুনিতে
প্রগল্‌ভ ব্রাহ্মণ, মূর্খ !

ত্রিবেদী। হে মধুসূদন ! (প্রস্থানোদ্যম)

বিক্রম। শোন, শোন, দুটো কথা শুধাবার আছে।
চোখে অশ্রু ছিল ?

ত্রিবেদী। বাপু ! অশ্রু দেখি নাই।

বিক্রম। মিথ্যা বল ! মিথ্যা করে বল ! অতি ক্ষুদ্র
সকরুণ দুটি মিথ্যা কথা ! হে ব্রাহ্মণ !
বৃদ্ধ তুমি, ক্ষীণদৃষ্টি, কি করে জানিলে
চক্ষে তার অশ্রু ছিল কি না ? বেশি নয়,
একবিন্দু জল ! নহে ত নয়ন-প্রান্তে
ছলছল ভাব ; কম্পিত কাতর কণ্ঠে
অশ্রুবদ্ধ বাণী ! তাও নয় ? সত্য বল,
মিথ্যা বল ! বোলোনা, বোলোনা, চলে যাও !

ত্রিবেদী। হরি হে তুমিই সত্য ! (প্রস্থান)

বিক্রম। অন্তর্য্যামী দেব,
তুমি জান, জীবনের সব অপরাধ
তারে ভালবাসা ; পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল,
রাজ্য যায়, অবশেষে সেও চলে গেল !
তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম্ম মোর ;
রাজধর্ম্ম ফিরে দাও, পুরুষ হৃদয়
মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরঙ্গ মাঝে !
কোথা কর্ম্মক্ষেত্র ! কোথা জনস্রোত ! কোথা
জীবন মরণ ! কোথা সেই মানবের
অবিশ্রাম সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ,
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস ?—

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী মহারাজ, অশ্বারোহী
পাঠায়েছি চারিদিকে রাজ্ঞীর সন্ধানে !

বিক্রম। ফিরাও, ফিরাও মন্ত্রী ! স্বপ্ন ছুটে গেছে,
অশ্বারোহী কোথা তারে পাইবে খুঁজিয়া ?
সৈন্যদল করহ প্রস্তুত। যুদ্ধে যাব,
নাশিব বিদ্রোহ !

মন্ত্রী। যে আদেশ মহারাজ ! (প্রস্থান)

বিক্রম। দেবদত্ত, কেন নত আঁখি ? ম্লান মুখ ?
ক্ষুদ্র সান্ত্বনার কথা বোলোনা ব্রাহ্মণ !

আমারে পশ্চাতে ফেলে চলে গেছে চোর,
আপনারে পেয়েছি কুড়ায়ে! আজি, সখা,
আনন্দের দিন! এস আলিঙ্গন পাশে!

আলিঙ্গন করিয়া) বন্ধু, বন্ধু, মিথ্যা কথা, মিথ্যা এই ভান!
থেকে থেকে বজ্রশেল ছুটিছে বিঁধিছে
মর্ম্মে! এস, এস, একবার অশ্রুজল
ফেলি, বন্ধুর হৃদয়ে! মেঘ যাক্ কেটে!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাশ্মীর।

প্রাসাদ সম্মুখে রাজপথ।

দ্বারে শঙ্কর।

শঙ্কর। এতটুকু ছিল, আমার কোলে খেলা করত। যখন কেবল চারটি দাঁত উঠেছে তখন সে আমাকে সঙ্কল দাদা বল্‌ত। এখন বড় হয়ে উঠেছে এখন সঙ্কল দাদার কোলে আর ধরে না, এখন সিংহাসন চাই। স্বর্গীয় মহারাজ মরবার সময় তোদের ছুটি ভাই বোনকে আমার কোলে দিয়ে গিয়েছিল। বোনটিত হুদিন বাদে স্বামীর কোলে গেল। মনে করেছিলুম কুমারসেনকে আমার কোল থেকে একেবারে সিংহাসনে উঠিয়ে দেব। কিন্তু খুড়ো মহারাজ আর সিংহাসন থেকে নাবেন না। শুভলগ্ন কতবার হল, কিন্তু আজকাল করে আর সময় হল না। কত ওজর কত আপত্তি! আরে ভাই সঙ্কলের কোল এক, আর সিংহাসন এক। বুড়ো হয়ে গেলুম—তোকে কি আর রাজাসনে দেখে যেতে পারব?

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ।

১। আমাদের যুবরাজ করে রাজা হবেরে ভাই? সে দিন আমি তোদের সকলকে মহুয়া খাওয়াব।

২। আরে, তুই ত মহুয়া খাওয়াবি—আমি জান্ দেব, আমি লড়াই করে করে বেড়াব, আমি পাঁচটা গাঁ লুঠ করে আন্‌ব। আমি আমার মহাজন বেটার মাথা ভেঙ্গে দেব।

৩। ওরে যুবরাজত আমাদেরই—স্বর্গীয় মহারাজ তাকে আমাদেরই হাতে দিয়ে গেছেন। আমরা তাকে কাঁধে করে ঢাক বাজিয়ে রাজা করে দেব। তা, কাউকে ভয় করব না,—

১। খুড়ো মহারাজকে গিয়ে বলব, মহারাজ, এক্‌বার নাম্‌তে আজ্ঞা হোক্! আমরা আমাদের রাজপুত্তুরকে সিংহাসনে চড়িয়ে আনন্দ কর্ত্তে চাই।

২। শুনেচিস্ পূর্ণিমা তিথিতে যুবরাজের বিয়ে।

১। সেত আজ পাঁচ বৎসর ধরে শুনে আস্‌চি!

২। এইবার পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে। ত্রিচূড়ের রাজবংশে নিয়ম চলে আস্‌চে যে, পাঁচ বৎসর রাজকন্যার অধীন হয়ে থাক্‌তে হবে। তার পরে তার হুকুম হলে বিয়ে হবে।

১। বাবা, এ আবার কি নিয়ম! আমরা ক্ষত্রিয়, আমাদের চিরকাল চলে আস্‌চে শ্বশুরের গালে চড় মেরে মেয়েটার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে আসি—ঘণ্টাদুয়ের মধ্যে

সমস্ত পরিস্কার হয়ে যায়—তার পরে আবার দশটা বিয়ে করবার ফুরসৎ পাওয়া যায়!

২। যোধমল, সে দিন কি করবি বল্ দেখি?

১। সে দিন আমিও আরেকটা বিয়ে করে ফেল্‌ব।

২। সাবাস্ বলেছিস্ রে ভাই!

১। মহিচাঁদের মেয়ে! খাসা দেখ্‌তে ভাই! কি চোখ্ রে! সে দিন বিতস্তায় জল আন্‌তে যাচ্ছিল, দুটো কথা বল্‌তে গেলুম, কঙ্কণ তুলে মারতে এল। দেখ্‌লুম চোখের চেয়ে তার কঙ্কণ ভয়ানক। চট্‌পট সরে পড়তে হল!

গান।

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

ঐ আঁখিরে!
ফিরে ফিরে চেয়োনা চেয়োনা, ফিরে যাও
কি আর রেখেছ বাকি রে!
মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নীদ্,
কি সুখে পরাণ আর রাখিরে!

২। সাবাস্ ভাই!

১। ঐ দেখ্ শঙ্কর দাদা! যুবরাজ এখেনে নেই—তবু বুড়ো সাজসজ্জা করে সেই দুয়োরে বসে আছে। পৃথিবী যদি উলট্‌পালট্ হয়ে যায় তবু বুড়োর নিয়মের ত্রুটি হবে না।

২। আয় ভাই ওকে যুবরাজের দুটো কথা জিজ্ঞাসা করা যাক্

১। জিজ্ঞাসা করলে ও কি উত্তর দেবে? ও তেমন বুড়ো নয়। যেন ভরতের রাজত্বে রামচন্দ্রের জুতোজোড়াটার মত পড়ে আছে মুখে কথাটি নেই।

২। (শঙ্করের নিকটে গিয়া) হাঁ দাদা, বলনা দাদা, যুবরাজ রাজা হবে কবে?

শঙ্কর। তোদের সে খবরে কাজ কি?

১। না, না, বলচি আমাদের যুবরাজের বয়েস হয়েছে এখন খুড়ো রাজা নাবচে না কেন?

শঙ্কর। তাতে দোষ হয়েছে কি? হাজার হোক্, খুড়ো ত বটে?

২। তা ত বটেই। কিন্তু যে দেশের যেমন নিয়ম— আমাদের নিয়ম আছে যে—

শঙ্কর। নিয়ম তোরা মান্‌বি, আমরা মান্‌ব, বড় লোকের আবার নিয়ম কি? সবাই যদি নিয়ম মান্‌বে তবে নিয়ম গড়বে কে?

১। আচ্ছা, দাদা, তা যেন হল—কিন্তু এই পাঁচ বছর ধরে বিয়ে করা এ কেমন নিয়ম দাদা? আমি ত বলি, বিয়ে করা বাণ খাওয়ার মত—চট্ করে লাগ্‌ল তীর তার পরে ইহজন্মের মত বিঁধে রইল। আর ভাবনা রইল না! কিন্তু দাদা, পাঁচ বৎসর ধরে এ কি রকম কারখানা!

শঙ্কর। তোদের আশ্চর্য্য ঠেক্‌বে বলে কি যে দেশের যা নিয়ম তা উল্‌টে যাবে? নিয়ম ত কারো ছাড়াবার যো নেই! এ সংসার নিয়মেই চল্‌চে। যা যা আর বকিস্‌নে যা! এ সকল কথা তোদের মুখে ভাল শোনায় না।

১। তা চল্লুম। আজ কাল আমাদের দাদার মেজাজ ভাল নেই! একেবারে শুকিয়ে যেন খড়খড় করচে!

প্রস্থান।

পুরুষবেশী স্থমিত্রার প্রবেশ।

স্থমিত্রা। তুমি কি শঙ্কর দাদা?

শঙ্কর। কে তুমি ডাকিলে
পুরাতন পরিচিত স্নেহভরা স্থরে?
কে তুমি পথিক?

স্থমিত্রা। এসেছি বিদেশ হতে।

শঙ্কর। এ কি স্বপ্ন দেখি আমি? কি মন্ত্র-কুহকে
কুমার আবার এল বালক হইয়া
শঙ্করের কাছে? যেন সেই সন্ধেবেলা
খেলাশ্রান্ত স্থকুমার বাল্য তনুখানি,
চরণ কমল ক্লিষ্ট, বিবর্ণ কপোল,
ক্লান্ত শিশুহিয়া, বৃদ্ধ শঙ্করের বুকে
বিশ্রাম মাগিছে।

স্থমিত্রা। জালন্ধর হতে আমি

এসেছি সংবাদ লয়ে কুমারের কাছে।

শঙ্কর। কুমারের বাল্যকাল এসেছে আপনি
কুমারের কাছে। ছোট বোন পাঠায়েছে
শৈশবের খেলাধুলা মনে করে দিতে।
এ মূর্ত্তি কোথায় পেলে তুমি দূত হয়ে ?
মিছে বকিতেছি কত! ক্ষমা কর মোরে!
বল বল কি সংবাদ! রাণী দিদি মোর
ভাল আছে, সুখে আছে, পতির সোহাগে
মহিষী গৌরবে ? সুখে প্রজাগণ তারে
মা বলিয়া করে আশীর্ব্বাদ ? রাজ্যলক্ষ্মী
অন্নপূর্ণা বিতরিছে রাজ্যের কল্যাণ ?
ধিক্ মোরে, শ্রান্ত তুমি পথশ্রমে, চল,
গৃহে চল! বিশ্রামের পরে একে একে
বোলো তুমি সকল সংবাদ। গৃহে চল!

সুমিত্রা! শঙ্কর, মনে কি আছে এখনো রাণীরে ?

শঙ্কর। সেই কণ্ঠস্বর! সেই দৃষ্টি সুগভীর
স্নেহভারে অবনত! এ কি মরীচিকা ?
এনেছ কি চুরি করে মোর সুমিত্রার
ছায়াখানি ? মনে নাই তারে ? তুমি বুঝি
তাহারি অতীত স্মৃতি বাহিরিয়া এলে
আমারি হৃদয় হতে আমারে ছলিতে ?
বার্দ্ধক্যের মুখরতা ক্ষমা কর যুবা!

বহুদিন মৌন ছিনু—আজ কত কথা
আসে মুখে, চোখে আসে জল! নাহি জানি
তোমা পরে কেন এত স্নেহ আসে মনে!
যেন তুমি চিরপরিচিত! যেন তুমি
চিরজীবনের মোর আদরের ধন! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ত্রিচূড়, ক্রীড়াকানন।

কুমার সেন, ইলা, সখীগণ।

ইলা। যেতে হবে? কেন যেতে হবে যুবরাজ?
ইলারে লাগে না ভাল দুদণ্ডের বেশি,
ছিছি চঞ্চল হৃদয়?

কুমার। প্রজাগণ সবে—

ইলা। তারা কি আমার চেয়ে হয় ম্রিয়মাণ
তব অদর্শনে? রাজ্যে তুমি চলে গেলে
মনে হয়, আর আমি নেই! যতক্ষণ
তুমি মোরে মনে কর ততক্ষণ আছি,
একাকিনী কেহ নই আমি! রাজ্যে তব
কত লোক, কত চিন্তা, কত কার্য্যভার,
কত রাজ আড়ম্বর, আর সব আছে,
শুধু সেথা ক্ষুদ্র ইলা নাই।

কুমার। সব আছে
তবু কিছু নাই, তুমি না থেকেও আছ
প্রাণতমে!

ইলা। মিছে কথা বোলোনা কুমার!
তুমি রাজা আপন রাজত্বে, এ অরণ্যে

আমি রাণী, তুমি প্রজা মোর। কোথা যাবে?
যেতে আমি দিব না তোমারে। সখি তোরা
আয়; এরে বাঁধ্ ফুলপাশে; কর্ গান,
কেড়ে নে সকলে মিলে রাজ্যের ভাবনা।

সখীদের গান।

মিশ্রমোল্লার—একতালা।

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়?
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়?
চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল,
বায়ু বলে এসে ভেসে যাই!
ধরে রাখ, ধরে রাখ,
সুখ পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়॥
পথিকের বেশে সুখনিশি এসে
বলে হেসে হেসে, মিশে যাই!
জেগে থাক, জেগে থাক,
বরষের সাধ নিমেষে মিলায়!

কুমার। আমারে কি করেছিস্, অয়ি কুহকিনি?
নির্ব্বাপিত আমি। সমস্ত জীবন, মন,
নয়ন, বচন, ধাইছে তোমার পানে
কেবল বাসনাময় হয়ে! যেন আমি
আমারে ভাঙ্গিয়ে দিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যাব

তোমার মাঝারে প্রিয়ে! যেন মিশে রব
সুখস্বপ্ন হয়ে ওই নয়ন পল্লবে!
হাসি হয়ে ভাসিব অধরে! বাহু দুটি
ললিত লাবণ্যসম রহিব বেড়িয়া,
মিলন সুখের মত কোমল হৃদয়ে
রহিব মিলায়ে!

ইলা। তার পরে অবশেষে
সহসা টুটিবে স্বপ্নজাল, আপনারে
পড়িবে স্মরণে ;—গীতহীনা বীণাসম
আমি পড়ে রব ভূমে, তুমি চলে যাবে
গুন্ গুন্ গাহি অন্য মনে! না, না, সখা,
স্বপ্ন নয় মোহ নয়, এ মিলন পাশ
কখন্ বাঁধিয়া যাবে বাহুতে বাহুতে,
চোখে চোখে, মর্ম্মে মর্ম্মে, জীবনে জীবনে!

কুমার। সে ত আর দেরি নাই—আজি সপ্তমীর
অৰ্দ্ধ চন্দ্র ক্রমে ক্রমে পূর্ণ শশি হয়ে
দেখিবেক আমাদের পূর্ণ সে মিলন!
ক্ষীণ বিচ্ছেদের বাধা মাঝখানে রেখে
কম্পিত আগ্রহবেগে মিলনের সুখ—
আজি তার শেষ! দূরে থেকে কাছাকাছি,
কাছে থেকে তবু দূর, আজি তার শেষ!
সহসা সাক্ষাৎ, সহসা বিস্ময় রাশি,

সহসা মিলন, সহসা বিরহব্যথা—
সুখস্মৃতি সঙ্গে নিয়ে শূন্য গৃহ পানে,
ধীরে ধীরে ফিরে যাওয়া বনপথ দিয়ে,
প্রতি কথা, প্রতি হাসি শতবার করে'
উলটি পালটি মনে, আজি তার শেষ!
মৌনলজ্জা প্রতিবার প্রথম মিলনে,
অশ্রুজল প্রতিবার বিদায়ের বেলা—
আজি তার শেষ!

ইলা। আহা তাই যেন হয়!
সুখের ছায়ার চেয়ে সুখ ভাল, দুঃখ
সেও ভাল! তৃষ্ণা ভাল মরীচিকা চেয়ে!
কখন্ তোমারে পাব, কখন্ পাব না,
তাই সদা মনে হয়—কখন্ হারাব!
একা বসে বসে ভাবি, কোথা আছ তুমি,
কি করিছ; কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে আসে
অরণ্যের প্রান্ত হতে। বনের বাহিরে
তোমারে জানিনে আর, পাইনে সন্ধান।
সমস্ত ভুবনে তব রহিব সর্ব্বদা,
কিছুই রবে না আর অচেনা অজানা,
মোর কাছে! ধরা দিতে চাহ না কি নাথ?

কুমার। ধরা ত দিয়েছি আমি আপন ইচ্ছায়
তবু কেন বন্ধনের পাশ? বল দেখি

কি তুমি পাওনি, কোথা রয়েছে অভাব ?

ইলা। যখন তোমার কাছে সুমিত্রার কথা
শুনি বসে, মনে মনে ব্যথা যেন বাজে !
মনে হয় সে যেন আমায় ফাঁকি দিয়ে
চুরি করে রাখিয়াছে শৈশব তোমার
গোপনে আপন কাছে ! কভু মনে হয়
যদি সে ফিরিয়া আসে, বাল্য সহচরী
ডেকে নিয়ে যায় সেই সুখ-শৈশবের
খেলাঘরে—সেথা তারি তুমি ! সেথা মোর
নাই অধিকার ! মাঝে মাঝে সাধ যায়
তোমার সে সুমিত্রারে দেখি একবার !

কুমার। সে যদি আসিত, আহা, কত সুখ হত !
উৎসবের আনন্দ-কিরণখানি হয়ে
দীপ্তি পেত পিতৃগৃহে শৈশবভবনে।
অলঙ্কারে সাজাত তোমারে, বাহুপাশে
বাঁধিত সাদরে, চুরি করে হাসিমুখে
দেখিত মিলন ! আর কি সে মনে করে
আমাদের ? পরগৃহে পর হয়ে আছে ?

ইলার গান।

পিলু বাঁরোয়া—আড়খেমটা।

এরা, পরকে আপন করে, আপনারে পর,
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।
ভাল বাসে সুখে দুখে
ব্যথা সহে হাসি মুখে,
মরণেরে করে চির-জীবন-নির্ভর!

কুমার। কেন এ করুণ সুর? কেন দুঃখ গান?
বিষণ্ণ নয়ন কেন?

ইলা। এ কি দুঃখগান?
শোনায় গভীর সুখ দুঃখের মতন
উদার উদাস! সুখ দুঃখ ছেড়ে দিয়ে
আত্ম বিসর্জ্জন করি রমণীর সুখ।

কুমার পৃথিবী করিব বশ তোমার এ প্রেমে!
আনন্দে জীবন মোর উঠে উচ্ছসিয়া
বিশ্বমাঝে! চিরকীর্ত্তি করিয়া অর্জ্জন
তোমারে করিব তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ইলা ওই দেখ রাশি রাশি মেঘ উঠে আসে
উপত্যকা হতে, ঘিরিতে পর্ব্বত শৃঙ্গ,—
সৃষ্টির বিচিত্র লেখা মুছিয়া ফেলিতে।

কুমার দক্ষিণে চাহিয়া দেখ—অস্তরবিকরে

স্থবর্ণ সমুদ্র সম সমতলভূমি
গেছে চলে নিরুদ্দেশ কোন্ বিশ্বপানে !
আহা হোথা কত দেশ, নব দৃশ্য কত,
কত নব কীর্ত্তি, কত নব রঙ্গভূমি !

ইলা। অনন্তের মূর্ত্তি ধরে ওই মেঘ আসে
মোদের করিতে গ্রাস ! নাথ কাছে এস !
আহা যদি চিরকাল এই মেঘমাঝে
লুপ্তবিশ্বে থাকিতাম তোমাতে আমাতে !
দুটি পাখী একমাত্র মহামেঘনীড়ে !
পারিতে থাকিতে তুমি ? মেঘ আবরণ
ভেদ ক'রে কোথা হতে পশিত শ্রবণে
ধরার আহ্বান ; তুমি ছুটে চলে যেতে
আমারে ফেলিয়া রেখে প্রলয়ের মাঝে !

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। কাশ্মীরে এসেছে দূত জালন্ধর হতে
গোপন সংবাদ লয়ে।

কুমার। তবে যাই, প্রিয়ে,
আবার আসিব ফিরে পূর্ণিমার রাতে
নিয়ে যাব হৃদয়ের চিরপূর্ণিমারে—
হৃদয়দেবতা আছ, গৃহলক্ষ্মী হবে !

(প্রস্থান।)

ইলা। যাও তুমি, আমি একা কেমনে পারিব
তোমারে রাখিতে ধরে! হায়, কত ক্ষুদ্র,
কত ক্ষুদ্র আমি! কি বৃহৎ এ সংসার,
কি উদ্দাম তোমার হৃদয়! কে জানিবে
আমার বিরহ? কে গণিবে অশ্রু মোর?
কে মানিবে এ নিভৃত বনপ্রান্তভাগে
শূন্যহিয়া বালিকার মর্ম্মকাতরতা।

তৃতীয় দৃশ্য ।

কাশ্মীর ।

যুবরাজের প্রাসাদ ।

কুমারসেন ও ছদ্মবেশী সুমিত্রা ।

কুমার । কত যে আগ্রহ মোর কেমনে দেখাব
তোমারে ভগিনী ? আমারে ব্যথিছে যেন
প্রত্যেক নিমেষ পল,—যেতে চাই আমি
এখনি লইয়া সৈন্য—দুর্বিনীত সেই
দস্যুদের করিতে দমন ;—কাশ্মীরের
কলঙ্ক করিতে দূর । কিন্তু পিতৃব্যের
পাইনে আদেশ । ছদ্মবেশ দূর কর
বোন ! চল মোরা যাই দোঁহে—পড়ি গিয়ে
রাজার চরণে !

সুমিত্রা । সে কি কথা, ভাই ? আমি
এসেছি তোমার কাছে, জানাতে তোমারে
ভগিনীর মনোব্যথা । আমি কি এসেছি
জালন্ধর রাজ্য হতে ভিখারিণী রাণী
ভিক্ষা মাগিবার তরে কাশ্মীরের কাছে ?
ছদ্মবেশ দহিছে হৃদয় । আপনার

পিতৃগৃহে আসিলাম এতদিন পরে
আপনারে করিয়া গোপন! কতবার
বৃদ্ধ শঙ্করের কাছে কণ্ঠরুদ্ধ হল
অশ্রুভরে,—কতবার মনে করেছিনু
কাঁদিয়া তাহারে বলি—"শঙ্কর, শঙ্কর,
তোদের সুমিত্রা সেই ফিরিয়া এসেছে
দেখিতে তোদের!" হায়, বৃদ্ধ, কত অশ্রু
ফেলে গিয়েছিনু সেই বিদায়ের দিনে,
মিলনের অশ্রুজল নারিলাম দিতে!
শুধু আমি নহি আর কন্যা কাশ্মীরের
আজ আমি জালন্ধর-রাণী।

কুমার। বুঝিয়াছি
বোন! যাই দেখি, অন্য কি উপায় আছে।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাশ্মীর প্রাসাদ।

অন্তঃপুর।

রেবতী, চন্দ্রসেন।

রেবতী। যেতে দাও—যেতে দাও মহারাজ! কি ভাবিছ?
ভাবিছ কি লাগি? যাক্ যুদ্ধে,—তার পরে
দেবতা কৃপায়, আর যেন নাহি আসে
ফিরে!

চন্দ্র। ধীরে, রাণি, ধীরে!

রেবতী। ক্ষুধিত মার্জ্জার
বসেছিলে এত দিন সময় চাহিয়া,
আজ ত সময় এল—তবু আজো কেন
সেই বসে আছ?

চন্দ্র। কে বসিয়াছিল, রাণি,
কিসের লাগিয়া?

রেবতী। ছি, ছি, আবার ছলনা?
লুকাবে আমার কাছে? কোন্ অভিপ্রায়ে
এতদিন কুমারের দাওনি বিবাহ?
কেননা সম্মতি দিলে ত্রিচূড় রাজ্যের

অনার্য্য প্রথায়? পঞ্চবর্ষ ধরে এই
কন্যার সাধনা!

চন্দ্র। ধিক্! চুপ কর রাণী—
কে বোঝে কাহার অভিপ্রায়?

রেবতী। বুঝে তবে
দেখ ভাল করে! যে কাজ করিতে চাও
জেনে শুনে কর। আপনার কাছ হতে
রেখো না গোপন করে উদ্দেশ্য আপন।
দেবতা তোমার হয়ে অলক্ষ্য সন্ধানে
করিবে না তব লক্ষ্য ভেদ! নিজ হাতে
উপায় রচনা কর অবসর বুঝে!
বাসনার পাপ সেই হতেছে সঞ্চয়
তার পরে কেন থাকে অসিদ্ধির ক্লেশ?
কুমারে পাঠাও যুদ্ধে!

চন্দ্র। বাহিরে রয়েছে
কাশ্মীরের যত উপদ্রব। পররাজ্যে
আপনার বিষদন্ত করিতেছে ক্ষয়।
ফিরায়ে আনিতে চাও তাদের আবার?

রেবতী। অনেক সময় আছে সে কথা ভাবিতে।
আপাতত পাঠাও কুমারে। প্রজাগণ
ব্যগ্র অতি যৌবরাজ্য-অভিষেক তরে,
তাদের থামাও কিছু দিন। ইতিমধ্যে

কত কি ঘটিতে পারে পরে ভেবে দেখো !

কুমারের প্রবেশ ।

রেবতী । (কুমারের প্রতি) যাও যুদ্ধে, পিতৃব্যের হয়েছে আদেশ।
বিলম্ব কোরো না আর, বিবাহ উৎসব
পরে হবে। গৃহে বসে আলস্য প্রমোদে
দীপ্ত যৌবনের তেজ করিয়ো না ক্ষয় !

কুমার। জয় হোক্ জয় হোক্ জননি তোমার !
এ কি আনন্দ সংবাদ ! নিজমুখে তাত,
করহ আদেশ।

চন্দ্র। যাও তবে ; দেখো, বৎস,
থেকো সাবধানে। দর্পমদে ইচ্ছা করে
বিপদে দিয়ো না ঝাঁপ। আশীর্ব্বাদ করি
ফিরে এসো জয়গর্ব্বে অক্ষত শরীরে
পিতৃসিংহাসন পরে।

কুমার। মাগি জননীর
আশীর্ব্বাদ !

রেবতী। কি হইবে মিথ্যা আশীর্ব্বাদে ?
আপনারে রক্ষা করে আপনার বাহু !

পঞ্চম দৃশ্য।

জালন্ধর। রণক্ষেত্র। শিবির।

বিক্রমদেব, সেনাপতি।

সেনা। বন্দীকৃত শিলাদিত্য, উদয়ভাস্কর ;
শুধু যুধাজিৎ পলাতক—সঙ্গে লয়ে
সৈন্যদলবল।

বিক্রম। চল চল অবিলম্বে
তাহার পশ্চাতে। উঠাও শিবির তবে !
ভালবাসি আমি এই ব্যগ্র উর্দ্ধশ্বাস
মানব মৃগয়া ; দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে,
কৌশলে কৌশলে খেলা। বিদ্রোহী দলের
আর বাকি আছে কেবা ?

সেনা। শুধু জয়সেন।
কর্ত্তা সেই বিদ্রোহের। সৈন্যবল তার
সব চেয়ে বেশি।

বিক্রম। চল তবে, সেনাপতি,
তার কাছে। আমি চাই উদগ্র সংগ্রাম,
বক্ষে বক্ষে বাহুতে বাহুতে - অতি তীব্র
প্রেম আলিঙ্গন সম। ভাল নাহি লাগে

অস্ত্রে অস্ত্রে মৃদু ঝন্‌ঝনি—ক্ষুদ্র যুদ্ধে
ক্ষুদ্র জয় লাভ!

সেনা। কথা ছিল আসিবে সে
গোপনে সহসা; করিবে পশ্চাৎ হতে
আক্রমণ; বুঝি শেষে জাগিয়াছে মনে
বিপদের ভয়,—সন্ধির প্রস্তাব তরে
হয়েছে উন্মুখ।

বিক্রম। ধিক্, ভীরু, কাপুরুষ!
সন্ধি নহে—যুদ্ধ চাই আমি! রক্তে রক্তে
মিলনের স্রোত—অস্ত্রে অস্ত্রে সঙ্গীতের
ধ্বনি। চল সেনাপতি!

সেনা। যে আদেশ প্রভু! (প্রস্থান।)

বিক্রম। এ কি মুক্তি! এ কি পরিত্রাণ! কি আনন্দ
চিত্ত মাঝে! কি প্রচণ্ড মর্ম্মান্তিক সুখ!
এ প্রকাণ্ড হিংসা ভাল, ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে!
প্রলয় ত বিধাতার চরম আনন্দ!
হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধন-মুক্তির
সুখ! হিংসা জাগরণ! হিংসা স্বাধীনতা!

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। আসিছে বিদ্রোহী সৈন্য!

বিক্রম। চল তবে চল।

চরের প্রবেশ।

চর। রাজন্, বিপক্ষদল নিকটে এসেছে।
নাই বাদ্য, নাই জয়ধ্বজা, নাই কোন
যুদ্ধ আস্ফালন; মার্জ্জনা প্রার্থনা তরে
আসিতেছে যেন!

বিক্রম। চাহিনা শুনিতে
মার্জ্জনার কথা! আগে আমি আপনারে
করিব মার্জ্জনা;—অপযশ রক্তস্রোতে
করিব ক্ষালন। যুদ্ধে চল সেনাপতি।

২য় চরের প্রবেশ।

২। বিপক্ষ-শিবির হতে আসিছে শিবিকা—
বোধ করি সন্ধিদূত লয়ে।

সেনা। মহারাজ,
তিলেক অপেক্ষা কর—আগে শোনা যাক্
কি বলে বিপক্ষদূত—

বিক্রম। যুদ্ধ তার পরে।

সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক। মহারাণী এসেছেন বন্দী করে লয়ে
যুধাজিৎ আর জয়সেনে।

বিক্রম কে এসেছে?

সৈনিক। মহারাণী।

বিক্রম। মহারাণী! কোন্ মহারাণী?

সৈনিক। আমাদের মহারাণী।

বিক্রম। বাতুল উন্মাদ!

যাও সেনাপতি। দেখে এস কে এসেছে।

সেনাপতি প্রভৃতির প্রস্থান।

মহারাণী এসেছেন বন্দী করে লয়ে
যুধাজিৎ জয়সেনে! এ কি স্বপ্ন না কি!
এ কি রণক্ষেত্রে নহে? এ কি অন্তঃপুর?
এতদিন ছিলাম কি যুদ্ধের স্বপনে?
সহসা জাগিয়া আজ দেখিব আবার
সেই ফুলবন, সেই মহারাণী, সেই
পুষ্পশয্যা, সেই সুদীর্ঘ অলস দিন,
দীর্ঘনিশি বিজড়িত ঘুমে জাগরণে?
বন্দী? কারে বন্দী? কি শুনিতে কি শুনেছি?
এসেছে কি আমারে করিতে বন্দী?

(নেপথ্যে চাহিয়া) দূত!

সেনাপতি! কে এসেছে? কারে বন্দী লয়ে?

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। এসেছেন কাশ্মীরের সৈন্যদল লয়ে
মহারাণী; সোদর কুমারসেন সাথে।

এনেছেন পথ হতে যুদ্ধে বন্দী করে
পলাতক যুধাজিৎ আর জয়সেনে।
আছেন শিবির দ্বারে সাক্ষাতের তরে
অভিলাষী।

বিক্রম; সেনাপতি, পালাও, পালাও!
চল, চল সৈন্য লয়ে— আর কি কোথাও
নাই শত্রু—আর কেহ নাহি কি বিদ্রোহী?
সাক্ষাৎ? কাহার সাথে? রমণীর সনে
সাক্ষাতের এ নহে সময়!

সেনাপতি। মহারাজ—

বিক্রম। চুপ কর সেনাপতি;—শোন, যাহা বলি।
রুদ্ধ কর দ্বার—এ শিবিরে শিবিকার
প্রবেশ নিষেধ!

সেনা। যে আদেশ মহারাজ!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

দেবদত্তের কুটীর।

দেবদত্ত, নারায়ণী।

দেবদত্ত। প্রিয়ে, তবে অনুমতি কর—দাস বিদায় হয়।

নারায়ণী। তা যাওনা, আমি তোমাকে বেঁধে রেখেছি না কি?

দেবদত্ত। ঐ ত—ঐ জন্যেই ত কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না—বিদায় নিয়েও সুখ নেই। যা' বলি তা' কর। ঐখান-টায় আছাড় খেয়ে পড়। বল হা হতোঽস্মি, হা দগ্ধোঽস্মি, হা ভগবতি ভবিতব্যতে! হা ভগবন মকর কেতন!

নারায়ণী। মিছে বোকো না! মাথা খাও, সত্যি করে বল, কোথায় যাবে?

দেবদত্ত। রাজার কাছে।

নারায়ণী। রাজা ত যুদ্ধ কর্ত্তে গেছে। তুমি যুদ্ধ কর্ব্বে না কি? দ্রোণাচার্য্য হয়ে উঠেছ?

দেবদত্ত। তুমি থাক্‌তে আমি যুদ্ধ করব? তবে চল্লেম।

নারায়ণী। সেই অবধি ত ঐ এক কথাই বল্‌চ। তা যাওনা। কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ধরে রেখেছে?

দেবদত্ত। হায় মকরকেতন, এখেনে তোমার পুষ্পশরের কর্ম্ম নয়—একেবারে আস্ত শক্তিশেল না ছাড়লে মর্ম্মে গিয়ে পৌঁছয় না। বলি, ও শিখরদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চোখ দিয়ে জল্‌টল্‌ কিছু বেরোবে কি ? সে গুলো শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেল—আমি উঠি!

নারায়ণী! পোড়া কপাল! চোখের জল ফেল্‌ব কি দুঃখে! হাঁ গা, তুমি না গেলে কি রাজার যুদ্ধু চল্‌বে না ? তুমি কি মহাবীর ধূম্রলোচন হয়েছ ?

দেবদত্ত। আমি না গেলে রাজার যুদ্ধ থাম্‌বেনা। মন্ত্রী বারবার লিখে পাঠাচ্ছে রাজ্য ছারখারে যায় কিন্তু মহারাজ কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে চান না। এদিকে বিদ্রোহ সমস্ত থেমে গেছে।

নারায়ণী। বিদ্রোহই যদি থেমে গেল ত মহারাজ কার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে যাবেন ?

দেবদত্ত। মহারাণীর ভাই কুমারসেনের সঙ্গে।

নারায়ণী। হাঁ গা, সে কি কথা! শ্যালার সঙ্গে যুদ্ধ ? বোধ করি রাজায় রাজায় এই রকম করেই ঠাট্টা চলে। আমরা হলে শুধু কান মলে দিতুম। কি বল ?

দেবদত্ত। বড় ঠাট্টা নয়। মহারাণী কুমারসেনের সাহায্যে জয়সেন ও যুধাজিৎকে যুদ্ধে বন্দী করে মহারাজের কাছে নিয়ে আসেন। মহারাজ তাঁকে শিবিরে প্রবেশ কর্ত্তে দেননি।

নারায়ণী। হাঁ গা, বল কি! তা তুমি এত দিন যাওনি

কেন? এ খবর শুনেও বসে আছ? যাও, যাও, এখনি যাও। আমাদের রাণীর মত অমন সতী লক্ষ্মীকে অপমান করলে? রাজার শরীরে কলি প্রবেশ করেচে।

দেবদত্ত। বন্দী বিদ্রোহীরা রাজাকে বলেচে—মহারাজ, আমরা তোমারই প্রজা—অপরাধ করে থাকি তুমি শাস্তি দেবে। তোমার বিনা অনুমতিতে একজন বিদেশী এসে গায়ে পড়ে আমাদের অপমান করবে এতে তোমাকেই অপমান করা হল—যেন তোমার নিজরাজ্য নিজে শাসন করবার ক্ষমতা নেই। একটা সামান্য যুদ্ধ, এর জন্যে অমনি কাশ্মীর থেকে সৈন্য এল, এর চেয়ে উপহাস আর কি হতে পারে? এই শুনে মহারাজ আগুণ হয়ে কুমারসেনকে পাঁচটা ভর্ৎসনা করে এক দূত পাঠিয়ে দেন। কুমারসেন উদ্ধত যুবাপুরুষ, সহ্য কর্ত্তে পারবে কেন? বোধ করি সেও দূতকে দু কথা শুনিয়ে দিয়ে থাক্‌বে।

নারায়ণী। তা বেশত—কুমারসেন ত রাজার পর নয়, আপনার লোক, তা কথা চলছিল বেশ তাই চলুক। তুমি কাছে না থাক্‌লে রাজার ঘটে কি দুটো কথাও যোগায় না? কথা বন্ধ করে অস্ত্র চালাবার দরকার কি বাপু! ঐ ওতেই ত হার হল!

দেবদত্ত। আসল কথা একটা যুদ্ধ করবার ছুতো। রাজা এখন কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে পারচেন না। নানা ছল অন্বেষণ করচেন। রাজাকে সাহস করে দুটো ভাল কথা বলে এমন

বন্ধু কেউ নেই। আমি ত আর থাক্‌তে পারচিনে আমি চল্লুম।

নারায়ণী। যেতে ইচ্ছে হয় যাও আমি কিন্তু একলা তোমার ঘরকন্না করতে পারব না। তা আমি বলে রাখলুম। এই রইল তোমার সমস্ত পড়ে রইল। আমি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাব।

দেবদত্ত। রোসো আগে আমি ফিরে আসি তার পরে যেয়ো। বল ত আমি থেকে যাই।

নারায়ণী। না না তুমি যাও! আমি কি আর তোমাকে সত্যি থাকৃতে বল্‌চি? ওগো, তুমি চলে গেলে আমি একে-বারে বুক ফেটে মরবনা, সে জন্যে ভেবো না। আমার বেশ চলে যাবে।

দেবদত্ত। তা কি আর আমি জানিনে? মলয় সমীরণ তোমার কিছু কর্ত্তে পারবে না। বিরহ ত সামান্য, বজ্রাঘাতেও তোমার কিছু হয় না। (প্রস্থানোন্মুখ)

নারায়ণী। হে ঠাকুর. রাজাকে সুবুদ্ধি দাও ঠাকুর। শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়ে আন। আমি এ একলা ঘরে কি করে বাস করব?

দেব। যেতে আর পা সরে না—নানা ছলে দেরি কর্ত্তে ইচ্ছে করে। এ ঘর ছেড়ে কথন কোথাও যাইনি। হে ভগবান্ এদের সকলের উপর তোমার দৃষ্টি রেখো।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জালন্ধর। কুমার সেনের শিবির।

কুমারসেন ও সুমিত্রা।

সুমিত্রা। ভাই, রাজারে মার্জ্জনা কর ; কর রোষ
আমার উপরে। আমি মাঝে না থাকিলে
যুদ্ধ করে বীর নাম করিতে উদ্ধার।
যুদ্ধের আহ্বান শুনে অটল রহিলে
তবু তুমি ; জানি না কি অসম্মান শেল
চিরজীবী মৃত্যুসম মানীর হৃদয়ে ?
আপন ভায়ের হৃদে দুর্ভাগিনী আমি
হানিতে দিলাম হেন অপমান শর
যেন আপনারি হস্তে ! মৃত্যু ভাল ছিল,
ভাই, মৃত্যু ভাল ছিল !

কুমার। জানিস্ত বোন,
যুদ্ধ বীরধর্ম্ম বটে, ক্ষমা তার চেয়ে
বীরত্ব অধিক। অপমান অবহেলা
কে পারে করিতে মানী ছাড়া ?

সুমিত্রা। ধন্য, ভাই,
বীর তুমি, মহাপ্রাণ, তুমি নরপতি
এ নরসমাজ মাঝে —

কুমার। আমি ভাই তোর।
চল্ বোন্, আমাদের সেই শৈলগৃহে।
তুষারশিখর ঘেরা সুন্দর শীতল
আনন্দ কাননে। দুটি নির্ঝরের মত
একত্রে করেছি খেলা, দুই ভাই বোনে—
সে খেলা কি ভুলেছিস্? তপ্তধূলিময়
নিম্ন সমতলক্ষেত্রে এতই কি আজি
ঢেলেছিস্ প্রাণ; ফিরে যেতে পারিবিনে
সেই উচ্চ, সেই শুভ্র শৈশব-শিখরে?

সুমিত্রা চল, ভাই চল। যে ঘরেতে ভাইবোনে
করিতাম খেলা, সেই ঘরে নিয়ে এসো
প্রেয়সী নারীরে;—সন্ধেবেলা বসে তারে
তোমার মনের মত সাজাব যতনে!
শিখাইয়া দিব তারে তুমি ভালবাস
কোন্ ফুল, কোন্ গান্, কোন্ কাব্য রস।
শুনাব বাল্যের কথা; শৈশব মহত্ত্ব
তব শিশু হৃদয়ের।

কুমার। মনে পড়ে মোর,
দোঁহে শিখিতাম বীণা। আমি ধৈর্য্যহীন
যেতেম পালায়ে। তুই শয্যাপ্রান্তে বসে
কেশবেশ ভুলে গিয়ে সারা সন্ধেবেলা
বাজাতিস্, গম্ভীর আনন্দমুখখানি।

সঙ্গীতেরে করে তুলেছিলি, তোর সেই
ছোট ছোট অঙ্গুলির বশ।

সুমিত্রা। মনে আছে,
খেলা হতে ফিরে এসে শোনাতে আমারে
অদ্ভুত কল্পনা কথা ; কোথা দেখেছিলে
অজ্ঞাত নদীর ধারে স্বর্ণ স্বর্গপুর ;
অলৌকিক কল্পকুঞ্জে কোথায় ফলিত
অমৃতমধুর ফল ; ব্যথিত হৃদয়ে
সবিস্ময়ে শুনিতাম ; স্বপ্নে দেখিতাম
সেই কিন্নর কানন।

কুমার। বলিতে বলিতে
নিজের কল্পনা শেষে নিজেরে ছলিত।
সত্য মিথ্যা হত একাকার, মেঘ আর
গিরির মতন ; দেখিতে পেতেম যেন
দূর শৈল পরপ্রান্তে রহস্য নগরী।
শঙ্কর আসিছে ওই ফিরে। শোনা যাক্
কি সংবাদ।

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। প্রভু তুমি, তুমি মোর রাজা,
ক্ষমা কর বৃদ্ধ এ শঙ্করে। ক্ষমা কর
রাণি, দিদি মোর! মোরে কেন পাঠাইলে

দূত করে রাজার শিবিরে? আমি বৃদ্ধ,
নহি পটু সাবধান বচন বিন্যাসে,
আমি কি সহিতে পারি তব অপমান?—
শান্তির প্রস্তাব শুনে যখন হাসিল
জয়সেন, হাসিমুখে ভৃত্য যুধাজিৎ
করিল সুতীব্র উপহাস,—সভ্রূভঙ্গে
কহিলা বিক্রমদেব তোমারে বালক
কাপুরুষ, মন্ত্রী হতে দ্বারের প্রহরী
পরস্পর মুখ চেয়ে নিবারিল হাসি
কটাক্ষে ইঙ্গিতে—পশ্চাতে আছিল যারা
তাদের নীরব হাস্য ভূজঙ্গের মত
যেন পৃষ্ঠে আসি মোরে দংশিতে লাগিল;
তখন ভুলিয়া গেনু শিখেছিনু যত
শান্তিপূর্ণ মৃদুবাক্য, কহিলাম রোষে—
কলহেরে জান তুমি বীরত্ব বলিয়া,
নারী তুমি, নহ ক্ষত্রবীর! সেই খেদে
মোর রাজা কোষে লয়ে কোষরুদ্ধ অসি
ফিরে যেতেছেন দেশে, জানাইনু সবে।”
শুনিয়া কম্পিততনু জালন্ধরপতি,
প্রস্তুত হতেছে সৈন্য।

সুমিত্রা। ক্ষমা কর ভাই।

শঙ্কর। এই কি উচিত তব, কাশ্মীর তনয়া

ভারতে রটায়ে যাবে পুণ্য কাশ্মীরের
অপমান কথা? বীরের স্বধর্ম্ম হতে
বিরত কোরো না তুমি আপন ভ্রাতারে
রাখ এ মিনতি!

সুমিত্রা। বোলো না, বোলো না আর
শঙ্কর! মার্জ্জনা কর ভাই! পদতলে
পড়িলাম তব;—ওই তব কম্পমান
রুদ্ধ রোষানল চাহ নির্ব্বাণ করিতে?
আমার শোণিত আছে! মৌন কেন ভাই?
বাল্যকাল হতে আমি ভালবাসা তব
পেয়েছি না চেয়ে, আজ আমি ভিক্ষা মাগি
ওই রোষ তব, দাও তাহা!

শঙ্কর। শোন প্রভু!

কুমার। চুপ কর বৃদ্ধ! যাও, তুমি, সৈন্যদের
জানাও আদেশ—এখনি ফিরিতে হবে
কাশ্মীরের পথে!

শঙ্কর। হায় এ কি অপমান,
পলাতক ভীরু বলে রটিবে অখ্যাতি!

সুমিত্রা। শঙ্কর, বারেক তুই মনে করে দেখ্
সেই ছেলেবেলা! দুটি ছোট ভাই বোনে
কোলে বেঁধে রেখেছিলি এক স্নেহপাশে।
তার চেয়ে বেশি হল খ্যাতি ও অখ্যাতি!

প্রাণের সম্পর্ক এযে চির জীবনের—
পিতা মাতা বিধাতার আশীর্ব্বাদে-ঘেরা
পুণ্য স্নেহতীর্থ খানি ;—বাহির হইতে
হিংসানলশিখা আনি এ কল্যাণ-ভূমি
শঙ্কর, করিতে চাস্ অঙ্গার-মলিন ?

শঙ্কর। চল্ দিদি, চল্ ভাই, ফিরে চলে যাই
সেই শান্তিসুধাস্নিগ্ধ বাল্যকাল মাঝে !

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিক্রমদেবের শিবির।

বিক্রম, যুধাজিৎ, জয়সেন।

বিক্রম। পলাতক অরাতিরে আক্রমণ করা
ক্ষাত্রধর্ম্ম নহে।

যুধা। পলাতক অপরাধী
সহজে নিষ্কৃতি পায় যদি, ব্যর্থ হয়
রাজদণ্ড তবে।

বিক্রম। বালক সে, শাস্তি তার
যথেষ্ট হয়েছে। পলায়ন, অপমান,
আর শাস্তি কিবা?

যুধা। গিরিরুদ্ধ কাশ্মীরের
বাহিরে পড়িয়া রবে যত অপমান।
সেথায় সে যুবরাজ, কে জানিবে তার
কলঙ্কের কথা?

জয়। চল, মহারাজ, চল
সেই কাশ্মীরের মাঝে যাই,—সেথা গিয়ে

দোষীরে শাসন করে আসি ; সিংহাসনে
দিয়ে আসি কলঙ্কের ছাপ !

বিক্রম। তাই চল।
বাড়ে চিন্তা যত চিন্তা কর। কার্য্যস্রোতে
আপনারে ভাসাইয়া দিনু, দেখি, কোথা
গিয়ে পড়ি—কোথা পাই কূল !

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ,
এসেছে সাক্ষাৎ-তরে ব্রাহ্মণ তনয়
দেবদত্ত।

বিক্রম। দেবদত্ত? নিয়ে এস, নিয়ে
এস তারে! না না, রোস, থাম, ভেবে দেখি!
কি লাগিয়ে এসেছে সে? যুদ্ধক্ষেত্র হতে
ফিরাতে আমারে? হায়, বিপ্র, তোমরাই
ভাঙ্গিয়াছ বাঁধ ; এখন উন্মুক্ত স্রোত
শুধু কি শস্যের ক্ষেত্রে জলসেক করে
ফিরে যাবে আবশ্যক মত? চূর্ণিবে সে
লোকালয়, উচ্ছন্ন করিবে দেশগ্রাম।
সকম্পিত পরামর্শ উপদেশ নিয়ে
তোমরা চাহিয়া থাক, আমি ধেয়ে চলি
কার্য্যবেগে, অবিশ্রাম গতিসুখে ; মত্ত

মহানদী যে আনন্দে শিলারোধ ভেঙ্গে
ছুটে চিরদিন। প্রচণ্ড আনন্দ অন্ধ!
মুহূর্ত্ত তাহার পরমায়ু; তারি মধ্যে
উৎপাটিয়া নিয়ে আসে অনন্তের সুখ,
মত্ত করীশুণ্ডে ছিন্ন রক্তপদ্মসম।
বিচার বিবেক পরে হবে। চিরকাল
জড় সিংহাসনে পড়ি করিব মন্ত্রণা।
চাহি না করিতে দেখা ব্রাহ্মণের সনে!

জয়। যে আদেশ!

যুধা। (জনান্তিকে জয়সেনের প্রতি)
ব্রাহ্মণেরে জেনো শত্রু ব'লে!
বন্দী করে রাখ!

জয়। বিলক্ষণ জানি তারে!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশ্মীর প্রাসাদ।

রেবতী ও চন্দ্রসেন।

রেবতী। যুদ্ধসজ্জা ? কেন যুদ্ধসজ্জা ? শত্রু কোথা ?
মিত্র আসিতেছে ! সমাদরে ডেকে আন
তারে ! করুক সে অধিকার কাশ্মীরের
সিংহাসন। রাজ্যরক্ষা তরে তুমি এত
ব্যস্ত কেন ? এ কি তব আপনার ধন ?
আগে তারে নিতে দাও, তার পরে ফিরে
নিয়ো বন্ধুভাবে। তখন এ পররাজ্য
হবে আপনার।

চন্দ্রসেন। চুপ কর, চুপ কর,
বোলো না অমন করে ! কর্ত্তব্য আমার
করিব পালন ; তার পরে দেখা যাবে
অদৃষ্ট কি করে !

রেবতী। তুমি কি করিতে চাও
আমি জানি তাহা। যুদ্ধের ছলনা করে
পরাজয় মানিবারে চাও। তার পর
চারিদিক রক্ষা করে সুবিধা বুঝিয়া
কৌশলে করিতে চাও উদ্দেশ্য সাধন !

চন্দ্রসেন। ছি ছি রাণি, এ সকল কথা শুনি যবে
তব মুখে, ঘৃণা হয় আপনার পরে!
মনে হয় সত্য বুঝি এমনি পাষণ্ড
আমি! আপনারে ছদ্মবেশী চোর বলে
সন্দেহ জনমে! কর্ত্তব্যের পথ হতে
ফিরোয়োনা মোরে!

রেবতী। আমিও পালিব তবে
কর্ত্তব্য আমার। নিশ্বাস করিয়া রোধ
বধিব আপন হস্তে সন্তান আপন।
আমার [illegible] ছেলে সহিবে না কভু
পরের শ[illegible]পাশ; সমস্ত জীবন
পরদত্ত [illegible] প'রে রহিবে না বসে
সভা-পু[illegible]

[illegible]কীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী যুবরাজ এসেছেন
রাজধানী [illegible]। আসিছেন অবিলম্বে
রাজসাক্ষা[illegible] তরে। (প্রস্থান)

রেবতী। অন্তরালে রব
আমি। তুমি তারে বোলো, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়ি
জালন্ধর রাজ-পদে অপরাধী ভাবে
করিতে হইবে তারে আত্মসমর্পণ।

চন্দ্রসেন। যেয়ো না চলিয়া।

রেবতী। পারিনে লুকাতে আমি
হৃদয়ের ভাব। স্নেহের ছলনা করা
অসাধ্য আমার! তার চেয়ে অন্তরালে
গুপ্ত থেকে শুনি বসে তোমাদের কথা।

(প্রস্থান)

কুমার ও সুমিত্রার প্রবেশ।

কুমার। প্রণাম!

সুমিত্রা। প্রণাম তাতঃ!

চন্দ্রসেন। দীর্ঘজীবী হও!

কুমার। বহুপূর্ব্বে পাঠায়েছি সংবাদ, রাজন্,
শত্রুসৈন্য আসিছে পশ্চাতে, আক্রমণ
করিতে কাশ্মীর। কই রণসজ্জা কই?
কোথা সৈন্যবল?

চন্দ্রসেন। শত্রুপক্ষ কারে বল?
বিক্রম কি শত্রু হল? জননি, সুমিত্রা,
বিক্রম কি নহে বৎসে কাশ্মীর-জামাতা?
সে যদি আসিল গৃহে এতকাল পরে
অসি দিয়ে তারে কি করিব সম্ভাষণ?

সুমিত্রা। হায় তাত মোরে কিছু কোরো না জিজ্ঞাসা।
আমি দুর্ভাগিনী নারী কোথা ফেলিলাম

ক্ষুদ্র এ চরণ মোর, হিংসা শতফণা
উঠিল গর্জ্জিয়া ! মোরে শুধায়ো না কিছু !
বুদ্ধিহীনা আমি ! তুমি সব জান ভাই !
তুমি জ্ঞানী, তুমি বীর, আমি পদপ্রান্তে
মৌন ছায়া। তুমি জান সংসারের গতি,
আমি শুধু তোমারেই জানি।

কুমার। মহারাজ,
আমাদের শত্রু নহে জালন্ধরপতি ;
নিতান্তই আপনার জন। কাশ্মীরের
শত্রু তিনি, আসিছেন শত্রুভাব ধরি।
অকাতরে সহিয়াছি নিজ অপমান,
কেমনে উপেক্ষা করি রাজ্যের বিপদ !

চন্দ্রসেন। সে জন্য ভেবো না বৎস, যথেষ্ট রয়েছে
বল। কাশ্মীরের তরে আশঙ্কা কিছুই
নাই।

কুমার। মোর হাতে দাও সৈন্যভার !

চন্দ্রসেন। দেখা
যাবে পরে। আগে হতে প্রস্তুত হইলে
অকারণে জেগে ওঠে যুদ্ধের কারণ।
আবশ্যক কালে তুমি পাবে সৈন্যভার।

রেবতীর প্রবেশ।

রেবতী। কে চাহিছে সৈন্যভার?

সুমিত্রা ও কুমার। প্রণাম জননী।

রেবতী। যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে তুমি এসেছ পলায়ে,
নিতে চাও অবশেষে ঘরে ফিরে এসে
সৈন্যভার? তুমি রাজপুত্র? তুমি চাও
কাশ্মীরের সিংহাসন? ছিছি লজ্জাহীন!
বনে গিয়ে থাক লুকাইয়া। সিংহাসনে
বস যদি, বিশ্বসুদ্ধ সকলে দেখিবে
কনক-কিরীট চূড়া কলঙ্কে অঙ্কিত।

কুমার। অধিক কহিতে কথা নাহিক সময়।
দ্বারে এল শত্রু দল আমারে করিতে
আক্রমণ। তাই আমি সৈন্য ভিক্ষা মাগি

রেবতী। তোমারে করিয়া বন্দী অপরাধী ভাবে
জালন্ধর রাজকরে করিব অর্পণ!
মার্জ্জনা করেন ভাল, নতুবা যেমন
বিধান করেন শাস্তি নিয়ো নতশিরে।

সুমিত্রা। ধিক্ পাপ! চুপ কর মাতা। নারী হয়ে
দিয়োনা দিয়োনা হাত রাজকার্য্যে মাতঃ,
সবারে আনিবে টানি অমঙ্গলপাশে—
আপনি পড়িবে। হেথা হতে চল ফিরে

দয়ামায়াহীন ওই সদা ঘূর্ণ্যমান
কর্ম্মচক্র ছাড়ি।

কুমার। মহারাজ, কি আদেশ?

চন্দ্রসেন। বৎস তুমি অনভিজ্ঞ; রাজকার্য্যে কভু
ত্বরা নাহি খাটে। সহস্রের শুভাশুভ
কেমনে করিব স্থির মুহূর্ত্তের মাঝে!

কুমার। নির্দ্দয় বিলম্ব তব!
প্রণাম, বিদায়।

স্থমিত্রাকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাশ্মীর।

শিবির।

বিক্রমদেব, জয়সেন, যুধাজিত।

জয়। কোথায় সে পালাবে রাজন্! ধরে এনে
দিব তারে রাজপদে। বিবর দুয়ারে
অগ্নি দিলে বাহিরিয়া আসে ভুজঙ্গম
উত্তাপকাতর। সমস্ত কাশ্মীর ঘিরি
লাগাব আগুন; আপনি সে ধরা দিবে।

বিক্রম। এতদূর এনু পিছে পিছে—কত বন,
কত নদী, কত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গি;—
আজ সে পালাবে হাত ছেড়ে? চাহি তারে,
চাহি তারে আমি! সে না হলে সুখ নাই
নিদ্রা নাই মোর। শীঘ্র না পাইলে তারে
সমস্ত কাশ্মীর আমি খণ্ড দীর্ণ করি
দেখিব কোথা সে আছে!

যুধাজিৎ ধরিবারে তারে
পুরস্কার করেছি ঘোষণা

বিক্রম। তারে পেলে

অন্যকার্য্যে দিতে পারি হাত। রাজ্য মোর
রয়েছে পড়িয়া ; শূন্যপ্রায় রাজকোষ ;
দুর্ভিক্ষ হয়েছে রাজা অরাজক দেশে
ফিরিতে পারিনে তবু। এ কি দৃঢ়পাশে
আমারে করেছে বন্দী শত্রু পলাতক !
সচকিতে সদা মনে হয় —এই এল,
এই হল, ওই দেখা যায়, ওই বুঝি
উড়ে ধূলা, আর দেরি নাই, এই বার
বুঝি পাব তারে ধাবমান ঘনশ্বাস
ত্রস্তআঁখি মৃগসম। শীঘ্র আন তারে
জীবিত কি মৃত ! ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক
মায়াপাশ ! নতুবা যা-কিছু আছে মোর
সব যাবে অধঃপাতে।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। রাজা চন্দ্রসেন,
মহিষী রেবতী, এসেছেন ভেটিবার
তরে।

বিক্রম। তোমরা সরিয়া যাও। (প্রহরীকে) নিয়ে এস
তাঁহাদের প্রণাম জানায়ে।

অন্য সকলের প্রস্থান।

কি বিপদ !

আসিছেন শ্বাশুড়ি আমার! কি বলিব
শুধাইলে কুমারের কথা? কি করিব
মার্জ্জনা চাহেন যদি যুবরাজ তরে?
সহিতে পারিনে আমি অশ্রু রমণীর।

চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রবেশ।

প্রণাম! প্রণাম আর্য্যা!

চন্দ্রসেন। চিরজীবী হও!

রেবতী। জয়ী হও পূর্ণ হোক্ মনস্কাম তব!

চন্দ্রসেন। শুনেছি তোমার কাছে কুমার হয়েছে
অপরাধী?

বিক্রম। অপমান করেছে আমারে।

চন্দ্র। বিচারে কি শাস্তি তার করেছ বিধান?

বিক্রম। বন্দীভাবে অপরাধ করিলে স্বীকার
মার্জ্জনা করিব!

রেবতী এই শুধু? আর কিছু
নহে? অবশেষে মার্জ্জনা করিবে যদি
তবে কেন এত ক্লেশে এত সৈন্য লয়ে
এত দূরে আসা?

বিক্রম। ভর্ৎসনা কোরোনা মোরে
রাজার প্রধান কাজ আপনার মান
রক্ষা করা। যে মস্তক মুকুট বহিছে

অপমান পারে না বহিতে। মিছে কাজে
আসিনি হেথায়।

চন্দ্র। ক্ষমা তারে কর, বৎস,
বালক সে অল্পবুদ্ধি। ইচ্ছা কর যদি
রাজ্য হতে করিয়ো বঞ্চিত—কেড়ে নিয়ো
সিংহাসন-অধিকার। নির্ব্বাসন সেও
ভাল, প্রাণে বধিয়ো না!

বিক্রম। চাহি না বধিতে।

রেবতী। তবে কেন এত অস্ত্র এনেছ বহিয়া?
এত অসি, শর? নির্দ্দোষী সৈনিকদের
বধ করে যাবে, যথার্থ যে জন দোষী
ক্ষমিবে তাহারে?

বিক্রম। বুঝিতে পারিনে দেবি,
কি বলিছ তুমি।

চন্দ্র। কিছু নয়, কিছু নয়।
আমি তবে বলি বুঝাইয়া। সৈন্য যবে
মোর কাছে মাগিল কুমার—আমি তারে
কহিলাম, বিক্রম স্নেহের পাত্র মোর,
তার সনে যুদ্ধ নাহি সাজে। সেই ক্ষোভে
ক্রুদ্ধ যুবা প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়া
বিদ্রোহে করিল উত্তেজিত। অসন্তুষ্ট
মহারাণী তাই। রাজবিদ্রোহীর শাস্তি

করিছে প্রার্থনা তোমা কাছে। গুরু দণ্ড
দিয়ো না তাহারে, সে যে অবোধ বালক।

বিক্রম। আগে তারে বন্দী করে আনি। তার পরে
যথাযোগ্য করিব বিচার।

রেবতী। প্রজাগণ
লুকায়ে রেখেছে তারে। আগুন জ্বালাও
ঘরে ঘরে তাহাদের। শস্যক্ষেত্র কর
ছারখার। ক্ষুধা রাক্ষসীর হাতে সঁপি
দাও দেশ, তবে তারে করিবে বাহির!

চন্দ্র। চুপ কর চুপ কর রাণী। চল বৎস
শিবির ছাড়িয়া চল কাশ্মীর প্রাসাদে!

বিক্রম। পরে যাব অগ্রসর হও মহারাজ।

চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রস্থান

ওরে হিংস্র নারী! ওরে নরকাগ্নিশিখা!
আমি কি তোদের কেহ! এ হিংসা আমার
চোর নহে, ক্রূর নহে, নহে ছদ্মবেশী।
প্রচণ্ড প্রেমের মত এ প্রবল জ্বালা
অভ্রভেদী সর্ব্বগ্রাসী উদ্দাম উন্মাদ
দুর্নিবার! নহি আমি তোদের আত্মীয়।
নাহি এ ললাটে মোর লোভের লিখন,
অধরে শাণিত রেখা, উষ্ণতিক্ত বাণী
খুনীর ছুরির মত বক্র বিষমাখা।

হে বিক্রম, ক্ষান্ত কর এ সংহার খেলা!
এ শ্মশান-নৃত্য তব থামাও, থামাও,
নিবাও এ চিতা! পিশাচ পিশাচী যত
অতৃপ্ত হৃদয়ে লয়ে দীপ্ত হিংসাতৃষা
ফিরে যাক্ রুদ্ধ রোষে, লালায়িত লোভে!
দেখিব কেমন করে আপনার বিষে
আপনি জরিয়া মরে নর-বিষধর!
রমণীর হিংস্রমুখ সূচিময় যেন—
কি ভীষণ কি নিষ্ঠুর, বীভৎস, কুৎসিৎ!

চরের প্রবেশ।

চর। ত্রিচূড়ের অভিমুখে গেছেন কুমার।

বিক্রম। এ সংবাদ রাখিয়ো গোপনে! একা আমি
যাব সেথা মৃগয়ার ছলে।

চর। যে আদেশ।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ত্রিচূড়।

প্রমোদবন।

বিক্রমদেব, অমরুরাজ।

অমরু। তোমারে করিনু সমর্পণ, যাহা আছে
মোর। তুমি বীর, তুমি রাজ-অধিরাজ
তব যোগ্য কন্যা মোর, তারে লহ তুমি!
সহকার মাধবিকালতার আশ্রয়।
ক্ষণেক বিলম্ব কর, মহারাজ, তারে
দিই পাঠাইয়া। (প্রস্থান)

বিক্রম। কি মধুর শান্তি হেথা।
শান্তি যে শীতল এত, এমন গম্ভীর,
এমন নিস্তব্ধ তবু এমন প্রবল
উদার সমুদ্রসম, বহুদিন ভুলে
ছিনু যেন! মনে হয়, আমার প্রাণের
অনন্ত অনল দাহ, সেও যেন হেথা
হারাইয়া ডুবে যায়, না থাকে নির্দ্দেশ,
এত ছায়া, এত স্থান, এত গভীরতা!

সখি সহিত ইলার প্রবেশ।

একি অপরূপ মূর্ত্তি! চরিতার্থ আমি!
আসন গ্রহণ কর দেবি! কেন মৌন,
নতশির, কেন ম্লানমুখ, দেহলতা
কম্পিত কাতর? কিসের বেদনা তব?

ইলা। (নতজানু) শুনিয়াছি মহারাজ-অধিরাজ তুমি,
সসাগরা ধরণীর পতি। ভিক্ষা আছে
তোমার চরণে!

বিক্রম। উঠ, উঠ, হে সুন্দরি!
তব পদ-স্পর্শযোগ্য নহে এ ধরণী
তুমি কেন ধূলায় পতিত? চরাচরে
কিবা আছে অদেয় তোমারে?

ইলা। মহারাজ,
পিতা মোরে দিয়াছেন সঁপি তব হাতে;
আপনারে ভিক্ষা চাহি আমি। ফিরাইয়া
দাও মোরে। কত ধন রত্ন রাজ্য দেশ
আছে তব, ফেলে রেখে যাও তুচ্ছ মোরে
ভূমিতলে; তোমার অভাব কিছু নাই!

বিক্রম। আমার অভাব নাই? কেমনে দেখাব
গোপন হৃদয়? ধনরত্ন কোথা সেথা?

কোথা সসাগরা ধরা? সব শূন্যময়!
অন্য কিছু না থাকিত যদি,—শুধু তুমি
থাকিতে আমার—

ইলা। (উঠিয়া) লহ তবে এ জীবন!
তোমরা যেমন করে বনের হরিণী
নিয়ে যাও, বুকে তার তীক্ষ্ণতীর বিঁধে,
তেমনি হৃদয় মোর বিদীর্ণ করিয়া
জীবন কাড়িয়া আগে, তার পরে মোরে
নিয়ে যাও!

বিক্রম। কেন দেবি মোর পরে এত
অবহেলা? আমি কি নিতান্ত তব যোগ্য
নহি বালা? এত রাজ্য করিয়াছি জয়,
ভিক্ষা করে তবুও কি পাব না তোমার
দুর্লভ হৃদয়?

ইলা। সে কি আর আছে মোর?
সমস্ত সঁপেছি যারে, বিদায়ের কালে
হৃদয় সে নিয়ে চলে গেছে। বলে গেছে—
ফিরে এসে দেখা দেবে এই উপবনে।
কতদিন হল! বনপ্রান্তে দিন আর
কাটেনাক! পথ চেয়ে সদা পড়ে আছি;
যদি এসে দেখিতে না পায়, ফিরে যায়,
আর যদি ফিরিয়া না আসে! মহারাজ,

কোথা নিয়ে যাবে? রেখে যাও তার তরে
যে আমায় ফেলে রেখে গেছে!

বিক্রম। না জানি সে
কোন্ ভাগ্যবান! সাবধান, অতি-প্রেম
সহে না বিধির। শুন তবে মোর কথা।
এককালে চরাচর তুচ্ছ করি আমি
শুধু ভালবাসিতাম; সে প্রেমের পরে
পড়িল বিধির হিংসা; জেগে দেখিলাম
চরাচর পড়ে আছে, প্রেম গেছে ভেঙ্গে!
বসে আছ যার তরে কি নাম তাহার?

ইলা। কাশ্মীরের যুবরাজ—কুমার তাহার
নাম।

বিক্রম। কুমার?

ইলা। তারে জান তুমি! কেই বা
না জানে! সমস্ত কাশ্মীর তারে দিয়েছে
হৃদয়।

বিক্রম। কুমার? কাশ্মীরের যুবরাজ?

ইলা। সেই বটে মহারাজ! তার নাম সদা
ধ্বনিছে চৌদিকে! তোমারি সে বন্ধু বুঝি।
মহৎ সে, ধরণীর যোগ্য অধিপতি।

বিক্রম। তাহার সৌভাগ্যরবি গেছে অস্তাচলে,
ছাড় তার আশা! শিকারের মৃগসম

সে আজ তাড়িত, ভীত, আশ্রয়বিহীন,
গোপন অরণ্যছায়ে রয়েছে লুকায়ে।
কাশ্মীরের দীনতম ভিক্ষাজীবী আজ
সুখী তার চেয়ে!

ইলা। কি বলিলে মহারাজ?

বিক্রম। তোমরা বসিয়া থাক ধরাপ্রান্ত ভাগে;
শুধু ভালবাস। জাননা বাহিরে বিশ্বে
গরজে সংসার; কর্ম্মস্রোতে কে কোথায়
ভেসে যায়; ছল ছল বিশাল নয়নে
তোমরা চাহিয়া থাক! বৃথা তার আশা!

ইলা সত্য বল মহারাজ, ছলনা কোরো না!
জেনো এই অতি ক্ষুদ্র রমণীর প্রাণ,
শুধু আছে তারি তরে, তারি পথ চেয়ে!
কোন্ গৃহহীন পথে কোন্ বনমাঝে
কোথা ফিরে কুমার আমার? আমি যাব,
বলে দাও—গৃহ ছেড়ে কখনো যাইনি,
কোথা যেতে হবে? কোন্ দিকে, কোন্ পথে?

বিক্রম বিদ্রোহী সে, রাজসৈন্য ফিরিতেছে সদা
সন্ধানে তাহার।

ইলা। তোমরা কি বন্ধু নহ
তার? তোমরা কি রক্ষা করিবে না তারে?
রাজপুত্র ফিরিতেছে বনে, তোমরা কি

রাজা হয়ে দেখিবে চাহিয়া? এতটুকু
দয়া নেই কারো? প্রিয়তম প্রিয়তম,
আমি ত জানিনে, নাথ, সঙ্কটে পড়েছ,
আমি হেথা বসে আছি তোমার লাগিয়া।
অনেক বিলম্ব দেখে মাঝে মাঝে মনে
চকিত বিদ্যুত সম বেজেছে সংশয়।
শুনেছিনু এত লোক ভালবাসে তারে
কোথা তারা বিপদের দিনে? তুমি না কি
পৃথিবীর রাজা? বিপন্নের কেহ নহ?
এত সৈন্য, এত যশ, এত বল নিয়ে
দূরে বসে রবে? তবে পথ বলে দাও!
জীবন সঁপিব একা অবলা রমণী!

বিক্রম   কি প্রবল প্রেম! ভালবাস' ভালবাস'
এমনি সবেগে চির দিন! যে তোমার
হৃদয়ের রাজা, শুধু তারে ভালবাস!
প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
ধন্য হই! দেবি, চাহিনে তোমার প্রেম;
শুষ্ক শাখে ঝরে ফুল, অন্য তরু হতে
ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তারে কেমনে সাজাব?
আমারে বিশ্বাস কর—আমি বন্ধু তব;
চল মোর সাথে, আমি তারে এনে দেব;

সিংহাসনে বসায়ে কুমারে—তার হাতে
সঁপি দিব তোমারে কুমারী !

ইলা। মহারাজ,
প্রাণ দিলে মোরে ! যেথা যেতে বল, যাব।

বিক্রম। এস তবে প্রস্তুত হইয়া। যেতে হবে
কাশ্মীরের রাজধানী মাঝে !

(ইলা ও সখীর প্রস্থান।)

যুদ্ধ নাহি
ভাল লাগে। শান্তি আরো অসহ্য দ্বিগুণ।
গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে ; এ সংসারে যেথা যাও, সাথে থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার
ধ্রুবদৃষ্টিসম ; পবিত্র কিরণে তারি
দীপ্তি পায় বিপদের মেঘ, স্বর্ণময়
সম্পদের মত। আমি কোন্ সুখে ফিরি
দেশ দেশান্তরে, স্কন্ধে বহি জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ !
কোথা আছে কোন্ স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফুটিত শুভ্রপ্রেম শিশির শীতল !
ধুয়ে দাও, প্রেমময়ি, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর রক্তকলুষিত !

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। ব্রাহ্মণ এসেছে মহারাজ, তব সাথে
সাক্ষাতের তরে!

বিক্রম। নিয়ে এস, দেখা যাক্!

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। রাজার দোহাই! ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কর!

বিক্রম। এ কি! তুমি! কোথা হতে এলে? অনুকূল
দৈব মোর পরে! তুমি বন্ধুরত্ন মোর!

দেব। তাই বটে, মহারাজ, রত্ন বটে আমি!
অতি যত্নে বদ্ধ করে রেখেছিলে তাই!
ভাগ্যবলে পলায়েছি খোলা পেয়ে দ্বার!
আবার দিয়ো না সঁপি প্রহরীর হাতে
রত্নভ্রমে! আমি শুধু বন্ধুরত্ন নহি,
ব্রাহ্মণীর স্বামীরত্ন আমি! সে কি হায়
এতদিন বেঁচে আছে আর?

বিক্রম। এ কি কথা!
আমিত জানিনে কিছু, এত কাল রুদ্ধ
আছ তুমি!

দেব। তুমি কি জানিবে মহারাজ!
তোমার প্রহরী দুটো জানে। কত শাস্ত্র
বলি তাহাদের, কত কাব্যকথা, শুনে

মূর্খ দুটো হাসে! একদিন বর্ষা দেখে
বিরহ ব্যথায় মেঘদূত কাব্যখানা
শুনালেম দোঁহে ডেকে; গ্রাম্য মূর্খ দুটো,
পড়িল কাতর হয়ে নিদ্রার আবেশে!
তখনি ধিক্কারভরে কারাগৃহ ছাড়ি
আসিনু চলিয়া! বেছে বেছে ভাল লোক
দিয়েছিলে বিরহী এ ব্রাহ্মণের পরে!
এত লোক আছে সখা অধীনে তোমার
কাব্য বোঝে এমন কি ছিল না দুজন?

বিক্রম। বন্ধুবর, বড় কষ্ট দিয়েছে তোমারে!
যে পাষণ্ড রেখেছিল রুধিয়া তোমায়
সমুচিত শাস্তি দিব তারে। নিশ্চয় সে
ক্রূরমতি জয়সেন।

দেব। শাস্তি পরে হবে।
আপাতত যুদ্ধ রেখে, অবিলম্বে দেশে
ফিরে চল। সত্য কথা বলি, মহারাজ,
বিরহ সামান্য ব্যথা নয়; এবার তা
পেরেছি বুঝিতে! আগে আমি ভাবিতাম
শুধু বড় বড় লোক বিরহেতে মরে;
এবার দেখেছি, সামান্য এ ব্রাহ্মণের
ছেলে, এরেও ছাড়ে না পঞ্চবাণ; ছোট
বড় করে না বিচার!

বিক্রম। যম আর প্রেম
উভয়েরি সমদৃষ্টি সর্ব্বভূতে। বন্ধু
ফিরে চল দেশে। কেবল, আবার যাগে
এক কাজ বাকি আছে। তুমি লহ ভার।
অরণ্যে কুমারসেন আছে লুকাইয়া,
ত্রিচূড়রাজের কাছে পাইবে সন্ধান।
তার কাছে যেতে হবে। বোলো তারে সখে,
আর আমি শত্রু নহি। অস্ত্র ফেলে দিয়ে
বসে আছি প্রেমে বন্দী করিবারে তারে!
আর সখা,—আর কেহ যদি থাকে সেথা—
যদি দেখা পাও আর কারো—

দেব। জানি, জানি—
তাঁর কথা জাগিতেছে হৃদয়ে সতত!
এতক্ষণ বলি নাই কিছু। মুখে যেন
সরে না বচন। এখন তাঁহার কথা
বচনের অতীত হয়েছে। সাধ্বী তিনি,
তাই এত দুঃখ তাঁর। তাঁরে মনে করে
মনে পড়ে পুণ্যবতী জানকীর কথা!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরণ্যে।

কুমারসেন ও সুমিত্রা।

কুমার। শঙ্কর পড়েছে ধরা। রাজ্যের সংবাদ
নিতে গিয়েছিল বৃদ্ধ, গোপনে ধরিয়া
ছদ্মবেশ। শত্রুচর ধরেছে তাহারে।
নিয়ে গেছে জয়সেন কাছে। শুনিয়াছি
চলিতেছে নিষ্ঠুর পীড়ন তা'র পরে—
তবু সে অটল। একটি কথাও তারা
পারে নাই মুখ হতে করিতে বাহির!

সুমিত্রা। হায় বৃদ্ধ প্রভুবৎসল! প্রাণাধিক
ভালবাস যারে, সেই কুমারের কাজে
সঁপি দিলে তোমার কুমারগত প্রাণ!

কুমার। এ সংসারে সব চেয়ে বন্ধু সে আমার,
আজন্মের সখা। অতি বৃদ্ধ জীর্ণ দেহ,
কেমনে সে সহিছে যন্ত্রণা? আমি হেথা
সুখে আছি লুকায়ে বসিয়া।

সুমিত্রা। আমি যাই,
ভাই। ভিখারিণীবেশে সিংহাসন তলে
গিয়া—শঙ্করের প্রাণভিক্ষা মেগে আসি!

কুমার। আবার তোমারে তাঁরা বাহির হইতে
দিবে ফিরাইয়া। তোমার পিতার রাজ্য
হবে নতশির। বজ্রসম বাজিবে সে
মর্ম্মে গিয়ে মোর।

কাঠুরিয়ার প্রবেশ।

কুমার। (অগ্রসর হইয়া) বন্ধু আজি কি সংবাদ ?

কাঠুরিয়া। জয়সেন কাল রাত্রে জ্বালায়ে দিয়েছে
নন্দীগ্রাম ; আজ আসে পাণ্ডুপুর পানে।

কুমার। হায়, ভক্ত প্রজা মোর, কেমনে তোদের
রক্ষা করি ? ভগবান, নির্দ্দোষ দীনের
পরে নির্দ্দয় কেন গো ?

কাঠুরিয়া। (সুমিত্রার প্রতি) জননি, এনেছি
কাষ্ঠভার, রাখি শ্রীচরণে !

সুমিত্রা। বেঁচে থাক ! (কাঠুরিয়ার প্রস্থান)

মধুজীবীর প্রবেশ।

কুমার। কি সংবাদ ?

মধু। সাবধানে থেকো যুবরাজ।
তোমারে যে ধরে দেবে জীবিত কি মৃত
পুরস্কার পাইবে সে, ঘোষণা করেছে
যুধাজিৎ। বিশ্বাস কোরো না কারে প্রভু।

কুমা। বিশ্বাস করিয়া মরা ভাল ;—অবিশ্বাস

কাহারে করিব ? তোরা সব অনুরক্ত
বন্ধু মোর সরল হৃদয়।

মধু। মা জননি,
এনেছি সঞ্চয় করে কিছু বনমধু,
দয়া করে কর মা গ্রহণ।

সুমিত্রা। ভগবান
মঙ্গল করুন তোর।

(মধুজীবীর প্রস্থান।)

শিকারীর প্রবেশ।

শিকা। জয় হোক্ প্রভু।
ছাগ শিকারের তরে যেতে হবে দূরে
গিরিদেশে, দুর্গম সে পথ। তব পদে
প্রণাম করিয়া যাব। জয়সেন গৃহ
মোর দিয়েছে জ্বালায়ে।

কুমার। ধিক্ সে পিশাচ!

শিকা। আমরা শিকারী। যতদিন বন আছে
আমাদের কে পারে করিতে গৃহহীন ?
কিছু খাদ্য এনেছি জননী, দরিদ্রের
তুচ্ছ উপহার। আশীর্ব্বাদ কর যেন
ফিরে এসে আমাদের যুবরাজে দেখি
সিংহাসনে।

কুমার। (বাহু বাড়াইয়া) এস আলিঙ্গনে।

শীকারীর প্রস্থান।

চরের প্রবেশ।

চর। গতরাত্রে গীধকূট
জ্বালায়ে দিয়েছে জয়সেন। গৃহহীন
গ্রামবাসীগণ আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে
মন্দুর অরণ্যমাঝে।

(প্রস্থান।)

কুমার। আর ত সহেনা।
ঘৃণা হয় এ জীবন করিতে বহন
সহস্রের জীবন করিয়া ক্ষয়।

সুমিত্রা। চল
মোরা দুইজনে যাই রাজসভা মাঝে;
দেখিব কেমনে, কোন্ ছলে জালন্ধর
স্পর্শ করে কেশ তব!

কুমার। শঙ্কর বলিত,—
"প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু বন্দীভাবে
কথনো দিয়ো না ধরা।" পিতৃসিংহাসনে
বসি বিদেশের রাজা, দণ্ড দিবে মোরে
বিচারের ছল করি—এ কি সহ্য হবে?

অনেক সহেছি বোন্, পিতৃপুরুষের
অপমান সহিব কেমনে ?

সুমিত্রা। তার চেয়ে
মৃত্যু ভাল।

কুমার। বল, বোন, বল, "তার চেয়ে
মৃত্যু ভাল!" এই ত তোমার যোগ্য কথা
তাড়িত পশুর মত লুকায়ে লুকায়ে
নিশিদিন মরে থাকা এক দণ্ড এ কি
উচিত আমার ?

সুমিত্রা। ভাই—

কুমার। আমার লাগিয়া
ছারখার হয়ে যায় সোণার কাশ্মীর,
পথে পথে বনে বনে কাঁদিয়া ফিরিছে
গৃহহীন প্রজা, পতিপুত্রহীন নারী ;
তবু আমি কোন মতে বাঁচিব গোপনে ?

সুমিত্রা। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল !

কুমার। বল তাই বল !
প্রতি দিন একে একে সঁপিতেছে প্রাণ
অনুরক্ত ভক্তগণ আমারে বাঁচাতে।
তবু আমি তাহাদের পশ্চাতে লুকায়ে
জীবন করিব ভোগ—এ কি বেঁচে থাকা !

সুমিত্রা। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল !

কুমার। তবে শোন বোন্!
আমার চরণ ছুঁয়ে করহ শপথ
যে কথা বলিব তাহা করিবে পালন
যতই কঠিন হোক!

সুমিত্রা। করিনু শপথ।

কুমার। এ জীবন দিব বিসর্জ্জন! তার পরে
তুমি মোর ছিন্নমুণ্ড নিজহস্তে লয়ে
জালন্ধর রাজকরে দিবে উপহার।
বলিও তাহারে—"কাশ্মীরে অতিথি তুমি।
ব্যাকুল হয়েছ এত যে দ্রব্যের তরে
কাশ্মীরের যুবরাজ দিতেছেন তাহা
পাঠাইয়া তোমা কাছে আতিথ্যস্বরূপে।"
মৌন কেন বোন? সঘনে কাঁপিছে কেন
চরণ তোমার? বস এই তরুতলে!
পারিবে না তুমি? একান্ত অসাধ্য এ কি?
তবে কি ভৃত্যের হস্তে পাঠাইতে হবে
তুচ্ছ উপহার সম এ রাজমস্তক!
দুঃসহ এ কাজ—তাইত তোমার পরে
দিতেছি দুরূহ ভার। অয়ি প্রাণাধিকে,
মহৎ হৃদয় ছাড়া কাহারা সহিবে
জগতের মহাক্লেশ যত? বল, বোন্,
পারিবে করিতে?

সুমিত্রা। পারিব।

কুমার। দাঁড়াও তবে।

সমস্ত হৃদয়মন উঠাও জাগায়ে!
আপন বেদনা ভারে পোড়ো না ভাঙ্গিয়া!

সুমিত্রা। অভাগিনী ইলা!

কুমার। তারে কি জানিনে আমি
হেন অপমান লয়ে সে কি মোরে কভু
বাঁচিতে বলিত? সে আমার ধ্রুবতারা
মহৎ মৃত্যুর দিকে দেখাইছে পথ।
কাল পূর্ণিমার তিথি মিলনের রাত;
জীবনের গ্লানি হতে মুক্ত ধৌত হয়ে
চির মিলনের বেশ করিব ধারণ।
চল বোন। আগে হতে সংবাদ পাঠাই
দূতমুখে রাজসভা মাঝে, কাল আমি
যাব ধরা দিতে। তাহা হলে অবিলম্বে
শঙ্কর পাইবে ছাড়া— বান্ধব আমার।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাশ্মীর রাজসভা

বিক্রমদেব, চন্দ্রসেন।

বিক্রম। আর্য্য, তুমি কেন আজ নীরব এমন?
মার্জ্জনা ত করেছি কুমারে!

চন্দ্র। তুমি তারে
মার্জ্জনা করেছ। আমি ত এখনো তার
বিচার করিনি। বিদ্রোহী সে মোর কাছে
এবার তাহার শাস্তি দিব।

বিক্রম। কোন্ শাস্তি
করিয়াছ স্থির?

চন্দ্র। সিংহাসন হতে তারে
করিব বঞ্চিত।

বিক্রম। অতি অসম্ভব কথা!
সিংহাসন দিব তারে নিজ হস্তে আমি!

চন্দ্র। কাশ্মীরের সিংহাসনে কি আছে তোমার
অধিকার?

বিক্রম। বিজয়ীর অধিকার—

চন্দ্র। তুমি

হেথা আছ বন্ধুভাবে অতিথির মত।
কাশ্মীরের সিংহাসন কর নাই জয়।

বিক্রম। বিনাযুদ্ধে করিয়াছে কাশ্মীর আমারে
আত্মসমর্পণ। যুদ্ধ চাও, যুদ্ধ কর,
রয়েছি প্রস্তুত। আমার এ সিংহাসন!
যারে ইচ্ছা দিব।

চন্দ্র তুমি দিবে! জানি আমি
গর্ব্বিত কুমারসেনে জন্মকাল হতে।
সে কি লবে আপনার পিতৃসিংহাসন
ভিক্ষার স্বরূপে? প্রেম দাও প্রেম লবে,
হিংসা দাও প্রতিহিংসা লবে, ভিক্ষা দাও
ঘৃণাভরে পদাঘাত করিবে তাহাতে!

বিক্রম। এত গর্ব্ব যদি তবে আপনি সে কভু
আসিত কি ধরা দিতে?

চন্দ্র। তাই ভাবিতেছি,
বুঝি ইহা মিথ্যা পরিহাস। দৃপ্ত যুবা
সিংহসম। সে কি আজ স্বেচ্ছায় আসিবে
শৃঙ্খল পরিতে গলে? জীবনের মায়া
এতই কি বলবান?

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ শিবিকার দ্বার
রুদ্ধ করি যুবরাজ আসিছে প্রাসাদে।

বিক্রম। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ ?

চন্দ্র। সে কি আর কভু
দেখাইবে মুখ ? আপনার পিতৃরাজ্যে
আসিছে সে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে ; রাজপথে
লোকারণ্য চারিদিকে, সহস্রের আঁখি
রয়েছে তাকায়ে। কাশ্মীরললনা যত
গবাক্ষে দাঁড়ায়ে। উৎসবের পূর্ণচন্দ্র
চেয়ে আছে আকাশের মাঝখান হতে !
সেই চিরপরিচিত গৃহ পথ হাট
সরোবর মন্দির কানন ; পরিচিত
প্রত্যেক প্রজার মুখ—কোন্ লাজে আজি
দেখা দিবে সবারে সে ? মহারাজ, শোন
নিবেদন। গীতবাদ্য বন্ধ করে দাও !
এ উৎসব উপহাস মনে হবে তার !
ভাবিবে সে আজ রাত্রে দীপালোক দেখে,
নিশীথ তিমিরে পাছে লজ্জা ঢাকা পড়ে
তাই বুঝি এত আলো। এ আলোক শুধু
অপমান-পিশাচের পরিহাস হাসি !

দেব। জয়োস্তু রাজন্ ! কুমারের অন্বেষণে
বনে বনে ফিরিয়াছি। পাই নাই দেখা।
আজ শুনিলাম না কি আসিছেন তিনি
স্বেচ্ছায় নগরে ফিরি। তাই চলে এনু।

বিক্রম। করিব রাজার মত অভ্যর্থনা তারে।
তুমি হবে পুরোহিত অভিষেক কালে।
পূর্ণিমা নিশীথে আজ কুমারের সনে
ইলার বিবাহ হবে, করেছি তাহার
আয়োজন।

নগরের ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।

সকলে। মহারাজ, জয় হোক্।
প্রথম। করি
আশীর্ব্বাদ, ধরণীর অধীশ্বর হও!
অচলা হউন্ লক্ষ্মী তব রাজগৃহে!
আজি যে আনন্দ তুমি দিয়েছ সবারে
বলিতে শকতি নাহি—লহ মহারাজ
কৃতজ্ঞ এ কাশ্মীরের কল্যাণ আশীষ।

(রাজার মস্তকে ধান্য দুর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ)

বিক্রম। ধন্য আমি, কৃতার্থ জীবন।
(ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।)

যষ্টি হস্তে কষ্টে শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। (চন্দ্রসেনের প্রতি) মহারাজ!
এ কি সত্য? যুবরাজ আসিছেন নিজে

শত্রুকরে করিবারে আত্মসমর্পণ ?
বল, এ কি সত্য কথা ?

চন্দ্র। সত্য বটে !

শঙ্কর। ধিক্ !
সহস্র মিথ্যার চেয়ে এই সত্যে ধিক্ !
হায় যুবরাজ, বৃদ্ধ ভৃত্য আমি তব,
সহিলাম এত যে যন্ত্রণা, জীর্ণ অস্থি
চূর্ণ হয়ে গেল, মূক সম রহিলাম
তবু, সে কি এরি তরে ? অবশেষে তুমি
আপনি ধরিলে বন্দীবেশ, কাশ্মীরের
রাজপথ দিয়ে চলে এলে নত শিরে
বন্দিশালা মাঝে ? এই কি সে রাজসভা
পিতামহদের ? যেথা বসি পিতা তব
উঠিতেন ধরণীর সর্ব্বোচ্চ শিখরে
সে আজ তোমার কাছে ধূলি হতে নীচে।
তার চেয়ে গৃহতুল্য নিরাশ্রয় পথ,
উজ্জ্বল অরণ্যচ্ছায়া, অনুর্ব্বর মরু
রাজার সম্পদে পূর্ণ। চিরভৃত্য তব
আজি দুর্দ্দিনের পূর্ব্বে মরিল না কেন ?

বিক্রম। ভাল হতে মন্দটুকু নিয়ে, বৃদ্ধ, মিছে
এ তব ক্রন্দন !

শঙ্কর। রাজন্, তোমার কাছে

আসিনি কাঁদিতে। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রগণ
ওই সিংহাসন কাছে রয়েছেন জাগি—
আজি তাঁরা ম্লানমুখ, লজ্জানত শির,
তাঁরা বুঝিবেন মোর হৃদয়বেদনা।

বিক্রম। কেন মোরে শত্রু বলে করিতেছ জ্ঞান ?
মিত্র আমি আজি।

শঙ্কর অতিশয় দয়া তব
জালন্ধরপতি! মার্জ্জনা করেছ তুমি!
দণ্ড ভাল মার্জ্জনার চেয়ে!
(বাহিরে হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কোলাহল।
শঙ্করের তুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন।)

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ। আসিয়াছে
দুয়ারে শিবিকা।

বিক্রম। বাদ্য কোথা, বাজাইতে
বল! চল, সখা, অগ্রসর হয়ে তারে
অভ্যর্থনা করি! (বাদ্যোদ্যম।)

সভামধ্যে শিবিকার প্রবেশ।

বিক্রম। (অগ্রসর হইয়া) এস, এস, বন্ধু এস!

স্বর্ণথালে ছিন্নমুণ্ড লইয়া সুমিত্রার শিবিকা-
বাহিরে আগমন।

সহসা সমস্ত বাদ্য নীরব।

বিক্রম। সুমিত্রা! সুমিত্রা!

চন্দ্র। এ কি, সুমিত্রা, জননি!

সুমিত্রা। ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধরে
অরণ্যে, কান্তারে শৈলে, রাজ্য, ধর্ম্ম, দয়া,
রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জ্জিয়া; যার লাগি
দিগ্বিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার;
মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে
লহ, মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শির; আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব
মনস্কাম, এবে শান্তি হোক্, শান্তি হোক্
এ জগতে, নিবে যাক্ নরকাগ্নিরাশি,
সুখী হও তুমি! (উর্দ্ধস্বরে) মাগো, জগত অম্বিকে,
স্থান দাও তব মাতৃ-কোলে! (পতন ও মৃত্যু)

ছুটিয়া ইলার প্রবেশ।

ইলা। এ কি, এ কি,
মহারাজ, কুমার আমার— (মূর্চ্ছা)

শঙ্কর। (অগ্রসর হইয়া) প্রভু, স্বামি,
বৃদ্ধের জীবনধন, বৎস, প্রাণাধিক,
এই ভাল, এই ভাল! মুকুট পরেছ
তুমি; এসেছ রাজার মত আপনার
সিংহাসনে; মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা
উজ্জ্বল করেছে তব ভাল; এতদিন
এ বৃদ্ধেরে রেখেছিল বিধি আজি তব
এ মহিমা দেখাবার তরে! গেছ তুমি
পুণ্যধামে—ভৃত্য আমি চিরজনমের
আমিও যাইব সাথে!

চন্দ্রসেন। (মাথা হইতে মুকুট ভূমে ফেলিয়া) ধিক্ এ মুকুট!

বিক্রম। (নতজানু) দেবি, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জ্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির-অপরাধী করে? ইহজন্ম
নিত্য-অশ্রু-জলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারো দিলে না অবকাশ?
দেবতার মত তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!

সমাপ্ত।